বিজ্ঞাপন।

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

CHATTERJEE'S DRAMATIC SERIES

No 1.

লহর-লীলা।

(গীতি-নাট্য।)

মূল্য ৷৹ আনা।

CHATTERJEE'S DRAMATIC SERIES

No 2.

আক্কেল-সেলামী।

(প্রহসন।)

মূল্য ।৹ আনা।

৪ নং, নীলমণি সরকারের গলিতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

লহর-লীলা।

(গীতি-নাট্য।)

কলিকাতা,

৪নং নীলমণি সরকারের গলি হইতে

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ও

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৭ সাল।

CHATTERJEE'S DRAMATIC SERIES NO. I.

কলিকাতা, ৬নং ভীমঘোষের লেন,
গ্রেট ইডেন প্রেসে
ইউ, সি, বসু, এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

রাও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাহাদুর, C. I. E.,

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় শ্রীচরণেষু—

আজি তাত, সযতনে বনফুল তুলি,
যথাসাধ্য সাজাইয়ে ক্ষুদ্র ডালাখানি।
ভক্তিভরে শ্রীচরণে ধ'রে দিতে ডালি,
বড় সাধে তব পাশে এসেছি আপনি॥
সীমাশূন্য সিন্ধু সম জ্ঞানের ভাণ্ডার,
ধীর স্থির বিচক্ষণ সাগরের মত।
তাঁর পায়ে ক্ষুদ্র গাথা দিতে উপহার,
প্রগলভতা ভাবি অতি হতেছি শঙ্কিত॥
কিন্তু যে স্নেহের ধারা বহে তব হৃদে,
ডুবাইবে অপরাধ করুণা-সাগরে।
তাই এ দুর্ব্বল হৃদি সাহসেতে বেঁধে,
ক্ষুদ্র ডালা ধ'রে দিই শ্রীচরণ'পরে॥

ভরসা, "লহর-লীলা" প্রেমের আখ্যান।
পাবে ও চরণপ্রান্তে একবিন্দু স্থান॥

আপনার,

নন্দী।

গীতি-নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হেমগিরি	... ...	সন্ন্যাসী।
বিক্রমকেতু	... ...	শঙ্করপুরাধিপতি।
লহরকুমার	... ...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
বিজয়সিংহ	... ...	দেবীপুরাধিপতি।
বিনোদকুমার	... ...	ঐ পুত্র।
সুরসিং	... ...	বিজয়ের মন্ত্রী।
রূপেন্দ্র	... ...	শঙ্করপুরের রাজমন্ত্রী।
প্রবোধ	.. ...	ঐ পুত্র।
খেলারাম	... ...	জনৈক নগরবাসী।

নগরপাল, রক্ষীগণ, জল্লাদ, পুরোহিত, দূত,
মালীগণ, বন্দী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মৃণালিনী	... ...	বিজয়সিংহের মহিষী।
লীলা	... ...	ঐ কন্যা।
মালা	... ...	বিক্রমের কন্যা।
মালতী	... ...	লীলার সহচরী।

সখীগণ ইত্যাদি।

লহর-লীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কানন।

(হেমগিরির প্রবেশ।)

হেম। (গীত)

ভাবরে মন।
অভয়দায়িনী, দুরিতনাশিনী,
জননীর সেই কমল চরণ।
করাল বদনী ভীমা ভয়ঙ্করী,
অসুর নাশিনী শিবে শুভঙ্করী,
সারদে বরদে অন্নদে মোক্ষদে,
লও মম সেই চরণে শরণ॥
আনন্দ মনে বল কালী কালী,
ঘুচিবে তোমার মানসের কালি,

কালি ঘুচে যাবে, কালী-পদ পাবে,
ভ্রান্তি দূর হবে পাবে দিব্যজ্ঞান,—
অসিত বরণী নৃমুণ্ড মালিনী,
অকৃতি সন্তানে মুক্তি প্রদায়িনী,
শান্তি বিধায়িনী, শ্যামা ত্রিনয়নী,
হেরিয়ে নয়নে মানস মোহন॥

(লতাপুষ্পে সজ্জিত উদাস ভাবে লহরের প্রবেশ।)

লহর। রাজা হব, না বনে এলুম, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—আমি যেন রামচন্দ্র; বনে কেন এলুম? আমার কি চাই? কই তা ত জানি না; কে আমায় কি করলে, মন যেন কি চায় কি চায়, কিন্তু পায় না, এ কি হল? আমি কি ছিলেম কি হলেম; কে আমায় এখানে রেখে গেল? যেন মনে হয় হয়, হয় না; মন কত রকম হচ্ছে, এ কি! কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কেমন সেজেছি? বন বেশ, এসব বেশ দেশ; আমি কোথায় ছিলেম? কৈ কোথাও না,—এ আমার কি হ'ল?

হেম। বৎস কেবা তুমি?
কোথায় নিবাস তব?
নবীন বয়সে কাননে কি হেতু?
কার ঘর বল আঁধারিয়া
উজ্জল করেছ এই বিজন কানন?
কি হেতু উদাস দুটী কমল নয়ন?
বল কেন শশধর ঢাকিয়াছে অজ্ঞানতা মেঘে?

লহর। আমি,—
বেশ রাজা ছিনু,
বনবাসী হইয়াছি বেশ ;
কেন,—নাহি জানি।
হেম। বৎস!
রাজা ছিলে তুমি কোন দেশে ?
কার তরে, কি দুখে বা ?
ত্যজি রাজ্য ধন,
নবীন বয়সে হয়েছ কাননবাসী ?
লহর। রাজা, আমি নই,
পিতা খুল্লতাত মম,
রাজা ছিল শঙ্করপুরেতে।
হেম। কোথা এবে তাঁরা সবে ?
লহর। নাহি জানি আমি,
স্বপনের মত সব যেন মনে হয়,
যেন সব কোথা
দূর দেশে গেছে চলি।
একদিন যেন
আলো ছিল অন্তরেতে,
কিন্তু যেন নিভে গেছে,
সব ছায়া,—ছায়া সম হয় জ্ঞান ;
ছায়া সুধু জাগে হৃদি মাঝে।
হেম। (স্বগত) বুঝেছি সকল ;
পিতার মৃত্যুর পরে খুল্লতাত বুঝি,

উন্মাদ করিল বিষদানে ;
কয় কথা উন্মাদের প্রায়।
ধিক নরে,--
তুচ্ছ সম্পদ আশায়
নাহি ডরে হায়
বিনাশিতে বংশের দুলালে ;
কিন্তু হায় কার তরে করে এ সকল ?
নাহি জানে,
এ সংসারে ধন জন সকলই বিফল,
সার মাত্র বিভুর চরণ।
ক্ষণস্থায়ী সুখ আশা ক'রে,
ডুবে মরে অকুল পাথারে ;
নাহি ভাবে অন্তিমে কি হবে।
সুখ আশে ধায়,
কিন্তু হায় কুল নাহি পায়
দুস্তর তরঙ্গ মাঝে ;
পাপপূর্ণ ধরা, মায়া মোহ ভরা,
ক্ষুদ্র নর হয়ে দিশে হারা,
মগ্ন তাহে জনে জনে,
নাহি ভাবে মনে,
কি হইবে বিচারের দিনে,
কার্য্য যবে হবে অবসান।
পাপ প্রাণে
নিরঞ্জনে নারে কেহ দিতে স্থান।

(প্রকাশ্যে) বৎস!
দুরাচার খুল্লতাত তব
কার তরে করে হেন পাপ কাজ?
তনয় কি আছে তার?

লহর। না—না—খুল্লতাত মম রাজা,—

হেম। তনয় কি আছে তার?

লহর। নাহিক তনয়;—
আমি ছিনু, আসিয়াছি বনে;
নাহি জানি কত তারা কাঁদে আমা লাগি।

হেম। কি রহস্য না পারি বুঝিতে,
নাহি পুত্র—তবে কার তরে করে এ সকল?
কেন হায় বনে দেছে বংশের দুলালে;
বুঝি কোন বিষম বিপাকে
উন্মাদের প্রায় হয়ে এসেছে কাননে;
জিজ্ঞাসি বারতা,—
(প্রকাশ্যে) বৎস, কি হেতু কাননবাসী তুমি?

লহর। মন্ত্রী এনেছে আমায়।
দেখ, দেখ চেয়ে—
কেমন ফুটেছে ফুল বৃক্ষ শাখা'পরে,—
যাই আমি ফুল তুলি,—(প্রস্থানোদ্যত।)

হেম। না—না,—শুন বৎস,
রহ মোর সাথে, মঙ্গল হইবে তব।

লহর। রব কাছে,
কিন্তু যেন মন্ত্রী না জানিতে পারে।

হেম। ভাল এস মোর সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিজয় সিংহ, মৃণালিনী, লীলা ও মালতীর প্রবেশ।)

বিজয়। রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী মগ্ন নদীনীরে,
হা বিধাতঃ,
এতেক যাতনা দিয়ে,
তবু না পূরিল তব মনের বাসনা;
শেষে হরিলে নিদয় প্রাণে কুমারে আমার।
অদৃষ্ট রে না জানি কি ভীষণ অশনি
এখনও সঞ্চিত আছে গর্ভেতে তোমার।

মৃণা। কি কাল সময়ে রাজা পশেছিলে তুমি,
হায় বুক ফেটে যায়,
দেখ নৃপমণি লীলা মম আছে কি দশায়।
আহা মরি, চাঁদ মুখ হয়েছে মলিন,
নিদারুণ ভানুতাপে স্বেদ ঝরে সুধাংশু ললাটে;
বিনোদ আমার, প্রাণের কুমার,
হারাইল প্রাণ নদীজলে;
হায় হায় মার প্রাণে কত সহে আর।
বিধি, পেয়েছ কি কভু পুত্রশোক?
তা যদি পাইতে,
কভু নাহি দিতে হেন ব্যথা জননী জনকে।
চল রাজা,
লীলারে রাখিয়া হেথা যাই নদী তীরে,

ঝাঁপ দিই অগাধ সলিলে,
নিভে যাক নিদারুণ পুত্রশোক জ্বালা।

বিজয়। ছি ছি এ কি বল পুত্রহারা অভাগিনী?
দ্বিগুণ বাড়িবে জ্বালা আত্মঘাতী হ'লে;
ত্যজ শোক, পরমেশে ভাবহ অন্তরে।
(স্বগত) হায় বুঝাই রাণীরে
কিন্তু প্রবোধিতে নারি নিজ প্রাণ;
নিদারুণ নিদারুণ পুত্র শোক।
হায় বিধি, অবসান কর দুঃখ শরীর পতনে;
নহে এনে দাও কুমারে আমার,
সফল হউক তব দয়াময় নাম;
নহে এ জগতে কেবা আর ডাকিবে তোমায়?

মৃণা। ওকি রাজা! অশ্রু কেন নয়নে তোমার?
নিবারিলে মোরে তুমি করিতে রোদন,
কিন্তু এবে নিজে ঢাল আঁখি বারি।
ফাটে প্রাণ মনে হলে চাঁদ মুখ তার;
চল দেখি,
সন্তরণে পটু অতি কুমার আমার
এতক্ষণ এসেছে কাননে।

বিজয়। গেছে মন্ত্রী তত্ত্ব অন্বেষণে
ঐ আসে, জিজ্ঞাস বারতা।

(সুরসিং সহ হেমগিরির পুনঃ প্রবেশ।)

হেম। বৎস! কেন বিমলিন হেরি বদন তোমার?
মন্ত্রীর নিকট, শুনেছি সকল বিবরণ;

পুত্র তব জীবিত নিশ্চয়,
পাইবে তাহারে পুন কালীর কৃপায় ;
ত্যজ চিন্তা, মুছ আঁখি জল, রহ সবে মম পাশে,
মঙ্গল হইবে সবাকার।

বিজয়। পিতা আর কি মঙ্গল কভু হইবে আমার ?
আর কি পাইব কভু তারে ?
কাল নদী বিস্তারি তরঙ্গ জাল
গ্রাসিয়াছে কুমারে আমার ;
বৃথা স্তোক তব ঋষিরাজ।

হেম। বৎস, ত্যজহ বিষাদ,
বিশ্বাস করহ বাক্য রহ মোর সাথে,
মঙ্গল হইবে তব।

বিজয়। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব ;
কিন্তু পায়ে ধরি বাঁচাও দুজনে,
বল কোথা আছে প্রাণাধিক ?

হেম। রাজা, ত্যজ বৃথা মনস্তাপ,
অচিরে পাইবে তারে,
এস মম সাথে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

বিক্রমকেতু, বিনোদকুমার ও নগরপাল।

নগর। মহারাজ!
নিশা শেষে জাগিলে মেদিনী, কার্য্যে রত ভ্রমি রাজপথে,
হেনকালে নদীতীরে শিলাখণ্ডোপরি
নিদ্রিত হেরিনু এই সুন্দর যুবকে,
জিজ্ঞাসিলে পরিচয় কথা নাহি কয়,
অধোমুখে ঢালে আঁখিবারি।

বিক্রম। কহ বৎস কেবা তুমি?
বদন পঙ্কজ হেরি জ্ঞান হয় রাজরাজেশ্বর;
কে তুমি?
রজনী শেষে তটিনীর তীরে আসিয়াছ কোথা হ'তে?
হাসি মাখা সুচারু বদন
বিষাদ কালিমা মাখা বল কি কারণ?

বিনোদ। মহারাজ!
পিতৃমাতৃহীন অভাগা মানব আমি।
ছিল ভগ্নী, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী;
কিন্তু এবে ভাগ্য দোষে অভাগার কেহ নাহি আর।
ছিল দাস দাসী আত্মীয় স্বজন,
আজ্ঞামাত্র শশব্যস্ত হইত সকলে,
কিন্তু এবে অদৃষ্টের দোষে অভাগা ভিক্ষুক আমি।

বিক্রম। বৎস ত্যজ শোক,
পিতৃসম আজি হতে হনু আমি তোর;
নাহি পুত্র পিণ্ড অধিকারী ;—
পুত্র সম প্রাণাধিক লহর আমার
কোথা গেছে কেহ নাহি জানে,
হানিয়া দারুণ শেল হৃদয় মাঝারে।
রহ বৎস পুত্রসম আলয়ে আমার
তব মুখ হেরি শান্ত হোক সন্তপ্ত এ হৃদি ;
ত্যজ খেদ ভাব মনে এই তব আপন বসতি।

বিনোদ। মহারাজ !
স্বেচ্ছাচারী কাননে বিহগী,
আসি সে যদ্যপি বদ্ধ হয় সুবর্ণ পিঞ্জরে
কত সুখে রহে সে তথায় ?

বিক্রম। সত্য বটে,
কিন্তু যদি ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
বহু যত্নে পলাইয়া রক্ষিলে জীবন,
আশ্রয় প্রদানে কেহ পাখীরে ধরিয়া
পিঞ্জরেতে রাখে বদ্ধ করি,
প্রাণ রক্ষা হয় তাহে তার।

বিনোদ। দেব, কেবা আর আছে মম ?
রব হেথা আজ্ঞায় তোমার।

বিক্রম। ভাল এস সাথে।

[সকলের প্রস্থান।

(বন্দির প্রবেশ ও গীত।)

মলিন প্রভায় রবি শশী তারা।
যশের আলোকে আলোকিত ধরা॥
সুজন-জন-পালন, দুর্জ্জন-ভীতি-সাধন,
শত্রুকুল নিধন;—
সদা বাঁধা ঘরে ভীত ভয় হরা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কানন।

(লহরের প্রবেশ।)

লহর। এরা সব কারা? কে জানে! তা বেশ তো, বাবা আর আমি দুজনে থাকার চেয়ে এত লোক থাকব এখন, সকলে থাকা কেমন। কিন্তু ভয় হয়—মানুষ দেখলেই আমার ভয় হয়; কেন ভয় হয়? রূপেন্দ্রের আমি কি করেছিলেম? আমায় বিষ দিয়ে তার কি লাভ হ'ল? আমি সব বুঝতে পারছি কেন আমার অন্তরে অন্ধকার হয়েছিল, কেন মনে হচ্ছিল আমার কি নাই কি নাই, আমি জেনেছি, কিন্তু জেনে কি হ'ল? কেবল ঘৃণা, মনুষ্য জাতির উপর দারুণ ঘৃণা, আর কি? পিতঃ! দয়াময়! কেন আমার জ্ঞান সঞ্চার করিয়ে দিলে? কেন আবার আমায় মানব জগতের ভীষণ তরঙ্গ মালায় এনে ফেল্লে? কেন আবার

আমার সব পূর্ব্ব স্মৃতি মনে এনে দিলে? আমি পাগল ছিলাম, পাগলই ত বেশ, আপন মনে নেচে গেয়ে বেড়ায়, আপন মনে ফুল তুলে গায়ে পরে, মানবগণের কাছ হতে দূরে থাকে, কখনই মানব জগতের অত্যাচারের কথা মনে হয় না। রূপেন্দ্র! আমি তোমার কি করেছিলাম? তুমি আমায় বিষ দিলে কেন? যদি তাতে আমার প্রাণ যেত তা হলেও ত ভাল ছিল, এ সব আর জানতে পারতেম না। এ কি! এ দুটী রমণী কে? আমায় অন্তরালে যেতে হ'ল, না হলে এঁরা লজ্জা পাবেন।

[প্রস্থান।

(লীলা ও মালতীর প্রবেশ।)

লীলা। সখী তিনি কে?

মালতী। কেন? তাঁর জন্যে তোমার অত মাথা ব্যথার দরকার কি? মন ভুলেছে না কি?

লীলা। না সখী তা নয়, তাঁকে দেখে মনে বড় কষ্ট হ'ল তাই এ কথা জিজ্ঞাসা করছি। কে তাঁকে পাগল করলে সখী? অমন চাঁদের মত রূপ,—

মালতী। তা তোমারই বা কি আর আমারই বা কি?

লীলা। তা কিছু নয় বটে, তবু একটা লোকের কষ্ট দেখলে মনে বড় দুঃখ হয়।

মালতী। সে কাজের কথা নয় দিদি, তোমার মন মজেছে, তাই কেন ভাই বলনা।

লীলা। মরণ আর কি! সকল কথাতেই তামাসা।

মালতী। মরণ এখন নয়, তোমার একটা জোড়া গাঁথা

যা হোক দেখি, পেট ভরে দিন কতক খাই, তারপর তোমার একটী ছেলে হোক, তখন মরবো। তা হ্যাঁলা একবার দেখেই কি মন প্রাণ জীবন যৌবন সব দিয়ে দিতে হয় ?

লীলা। দূর মড়া, একটা পাগল, নাগা ফকিরের মত সর্ব্বাঙ্গে ধূলো কাদা মেখে বেড়াচ্ছে, তাকে কেন মন দিতে যাব লা ?

মালতী। আর ঢেকে কাজ কি ধনি ? পাগলকে কি কেউ ভালবাসে না ? স্বয়ং মা ভগবতী পাগলের নিন্দা শুনে দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

লীলা। আ মরি মরি তর্করত্ন মশাই, এইবার একটা টোল খুলে বস, নূতন যৌবন আছে বেশ পসার হবে, অনেক ছাত্র জুটবে।

মালতী। তুমি ত আপাততঃ একটী ছাত্র জোটাবার চেষ্টায় আছ।

লীলা। ছাত্রে আমার কাজ কি দিদি ? আমরা মুখ্যু স্লুখ্যু লোক।

মালতী। কেন শেখাবে, পড়াবে, নাচাবে, গাওয়াবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মজাবে, শেষে নিজেও মজবে ?

লীলা। যাঃ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। তোর কি ওকে দেখে একটুও দুঃখ হয় না ?

মালতী। সত্যি ভাই একটুও না।

লীলা। তুই রাক্ষসী।

মালতী। আচ্ছা দেখব এখন আমি কি, তখন কত আদর করবি আমায়। আমি আসছি ভাই, দাঁড়া।

[প্রস্থান।

লীলা।— গীত।

ফুট ফুট ধীর গগনে, ফুটছে তারাকুল।
মিলেছে তার সনে হায়, সোহাগমাখা বিহগকুল।
খেলছে দেখ কমল সনে, ভোমরা বঁধু আপন মনে,
কমল পরাগ গায় মেখে হায় সোহাগেতে প্রাণ আকুল॥
নীল জলেতে ফুটছে যেন সোণায় বাঁধা হীরারফুল॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

(খেলারামের প্রবেশ।)

খেলা। তর বেতর রকম বাবা, কতই দেখলুম কতই শুনলুম; মান্ধাতার আমলের গাঁজাখোর বড় শিগ্‌গির মরছে না। মন্ত্রী শালার পেটে পেটে এত! আগুন ছাই চাপা কথনই থাকে না সোণার চাঁদ; একদিন একটু কুটো পেলেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে, সে জন্মে বড় চিন্তা নেই; এই খেলারাম শর্ম্মা সব জানে, অধর্ম্ম হতে দিচ্ছে না। দেখি না কতদূর গড়ায়, নেহাৎ বেগতিক বুঝি—রাজকুমারকে বিষ খাওয়ান, পাগল করা, বনে পাঠান থেকে,—মতলব আঁটা, রাজঅন্তঃপুরে চর পাঠান পর্য্যন্ত সব হুজুরে হাজির করবো। নেশাটা ভাংটা করি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞানটা চারপো টনটনে; ঘুঁটে কুড়ুনির ব্যাটা সদর নায়েব যা কথনও হয়নি, হবে না, একন্ত তাই হয়েছিস তার ওপর আবার এত দুরাশা? এতটা নেমকহারামি কি ধর্ম্মে সইবে যাদু?

কোথাকার একটা হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া, খেতে পেত না, রাজার আমাদের কি দয়া কি সূক্ষ্মবুদ্ধি! তাকেই এনে, করবি ত কর একেবারে মন্ত্রী করে দিলেন; আবার তাঁর খেয়াল হ'ল কি?—না, রাজার বাবা হ'ব, ওরে বেটা রাজা কখন দেখেছিস? মন্ত্রণার ত "ম"ও জান না, যার জোরে এতটা ডাক হাঁক, এতটা জোর জুলুম, সেই বেচারীর সঙ্গেই নেমকহারামী? বলি, মনে ত ভাব না, কারও কাছে কখনও শোনওনি কি, যে ভগবান্ বলে এক বেটা আছে? সে যে বাবা সব দেখতে পায়, তার কাছে ত দাগাবাজি চলবে না যাদু। যখন খেলারাম শর্ম্মা আছে তখন বাবা পাপ চাপা থাকছে না। (নেপথ্যে দেখিয়া।) আঃ কি আপদ গা? বাপের নাম করতে করতে যে উপযুক্ত বেটা এসে হাজির, সকাল বেলা,—কার মুখ দেখে যাত্রা করেছিলুম? এ অযাত্রাটার মুখ দেখে কি কোনও কাজ হবে? আজ দেখছি বিধি অন্ন মাপান্ নি।

(প্রবোধের প্রবেশ।)

প্রবোধ। তাইত কি বলবো গা? রোসো,—

প্রাত সমীরে, নাচত ধীরে,
প্রমোদ কাননে ফুলবালা।

বাঃ বাঃ বেশ হ'ল ত—তারপর তারপর—

গাওয়তি অলিকুল, ধাওয়তি সখী সনে,
প্রমোদ কাননে ফুলমালা॥

বেড়ে হয়েছে, কে বলে আমি মুখ্যু? মা সরস্বতী আমার স্কন্ধে সদাই রয়েছেন। ওই "ফুলমালাতে" রাজকুমারী মালার নামটী পর্য্যন্ত রইল, এখন রোসো বাবা আগে ভেবে দেখি।

খেলা। প্রণাম মশায়, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ভাল আছেন ত?

প্রবোধ। এঁ্যা কে তুমি? এঁ—এঁ—কি বলছ?

খেলা। (স্বগতঃ) ও বাবা, তুমিই রাজা হবে? আজ আমায় চিনতে পারলে না, কাল বাপকে বলবে বুড়ো চাকর। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে আমি আপনাদের পেরজা। আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু এই আমি, আপনার বিষয় যত যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে, হবে, সব জানি।

প্রবোধ। কে তুমি? খেলারাম না?

খেলা। আজ্ঞে তাই বলেই ত বোধ হচ্ছে; তা কি হবে বলুন দেখি, আপনার এই বয়সেই চোখের অসুখ হ'ল?

প্রবোধ। না না চোখের অসুখ নয়, চোখে কিছু হয়নি, অন্যমনস্ক ছিলুম কি না?

খেলা। আজ্ঞে হাঁ্যা, অন্যমনস্ক ত থাকবেনই, ভাবনা বলে ভাবনা? বিষম ভাবনা, এ ভাবনার আর বিরাম নাই। কি করবেন বলুন, বিধি কপালে যা লিখেছেন, তার ওপর চাল চালতে গেলেই, ভাবতে হয়, উঠতে হয়, পড়তে হয়, গড়াগড়ি দিতে হয়, বালা পরতে হয়, মল পরতে হয়, শেষকালে থেউরি হয়ে শুদ্ধ হতে হয়। আর এই কটাদিন বইত নয়, দেখতে দেখতেই কেটে যাবে এখন, সুবিধে অসুবিধে আর বড় ভাবতে হবে না।

প্রবোধ। কি রকম, কি রকম, সুবিধে কিসের?

খেলা। আজ্ঞে তেমন কিছু নয়, অন্যমনস্ক ছিলুম কি না? কি বলতে কি বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। পেন্নাম হই মহারাজ, চলি এখন—

প্রবোধ। ও কি? 'মহারাজ" কি রকম?

খেলা। আজ্ঞে, মহারাজ কি নন?—বলি, হবেন না? রাজ মন্ত্রীও যা, আর রাজাও তাই; মন্ত্রী না হলে কখনও কি রাজ্য চলে থাকে? ও কিছুই ইতর বিশেষ নাই। (স্বগতঃ) কে ঘাঁটাবে বাবা? ঢোঁড়া সাপটা বটে, কামড়ালে জ্বালাও ত করবে?

প্রবোধ। খেলারাম তুমি বড় ভাল লোক, তোমার মত স্পষ্টবক্তা মানুষ ত আর আমি দেখতে পাই না।

খেলা। (স্বগতঃ) এই রে শালা বুঝি বুঝে নিয়েছে, না হলে সপ্তম থেকে একেবারে কড়ি মধ্যম, একি সহজ কথা বাবা?(প্রকাশ্যে) আরও এই আপনাদের আশীর্ব্বাদে মদ, গাঁজা, গুলি প্রভৃতি আবগারি মহলটা একপ্রকার একচেটে করা গেছে, প্রাণে কোনও কথা ঢুকলে, নেশার ঝোঁকটা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র করে দেয়। কাজে কাজেই আমি সকলকার কাছে স্পষ্টবক্তা; এখন বিদেয় হওয়া যাক, অনেকক্ষণ ত আলাপচারী হ'ল, এখন পেন্নাম গো ঠাকুর মশাই; (স্বগত) চারটী অন্ন হলে বাঁচি।

[প্রস্থান।

প্রবোধ। বেটা কি বলে? কিছু জানে না কি? বোধ হয়; একটা একটা কথা বলে তার কিছু বোঝা যায় না। আমার কাছে চালাকী বাবা, রোসো, তোমায় বশ করা ওষুধ আমার হাতে, এবার দেখা হলেই গোলাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কানন—নদীতট।

(হেমগিরি ও খেলারামের প্রবেশ।)

হেম। সত্য, এ কথা আমি লহরের কথাতেই বুঝতে পেরে-ছিলেম, আচ্ছা কথাটা এখন চাপা থাক, আরও কিছুদিন দেখা যাক, পাপিষ্ঠের পাপকার্য্য কখনই চাপা থাকবে না। এখন কিন্তু আর কাকেও বলো না, দুর্ম্মতিকে শিক্ষা দেওয়াই ধর্ম্মভীরু লোকের উচিত।

খেলা। সেই জন্যই এ কথা এতদিন কাকেও জানাই নি, দেখাই যাক না, কত দূরের জল কত দূরে গড়ে; যখন খেলারামের পেটে এ কথাগুলি ঢুকেছে, তখন পাপ কখনই হতে দেবে না।

হেম। হাঁ এ কথাটী আমাকে বলে বড়ই ভাল করেছ, আমি বড় ভাবনায় পড়েছিলাম, মহারাজ বিজয়সিংহ রাজ্য-হারা হয়ে পত্নী ও কন্যা সঙ্গে আমার আশ্রমে রয়েছেন। লহর কুমারের সঙ্গে তাঁর কন্যা লীলার প্রণয় জন্মাচ্ছে, কিন্তু আমি লহরের পরিচয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়েছিলাম। জানি না কার সঙ্গে রাজকুমারীর প্রণয় হ'ল। তুমি আমার সে চিন্তা দূর করলে। এ কথা শুনে বড় সুখী হলেম।

খেলা। মহারাজ বিজয়সিংহ কি নদীপার হ'বার সময় নৌকা ডুবি হয়েছিলেন ?

হেম। হাঁ তিনি পত্নী ও কন্যাসহ এই খানে আছেন,

কিন্তু একমাত্র পুত্রটী তাঁদের সঙ্গে ছিল, সে কূলে উঠতে পারে নি।

খেলা। তাঁর পুত্রের নাম কি?

হেম। বিনোদকুমার।

খেলা। বেশ হয়েছে।

হেম। কেন বল দেখি?

খেলা। প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল, তিনি আমাদের রাজপুরে এসেছেন, আর সেই অবধি মহারাজ তাঁকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করছেন।

হেম। বৎস এ সংবাদে তুমি আমায় যে কি পর্য্যন্ত সুখী করলে, বলতে পারি না। পুত্রহারা অভাগিনী রাণী একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছেন; এ সংবাদ শুনলে তিনি মৃতদেহে প্রাণ পাবেন।

খেলা। এখন কি করা উচিত?

হেম। এখন কিছুই করা উচিত নয়; রাজকুমার লহরের চিত্তবিকার এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি। মনুষ্যজাতির উপর তার অত্যন্ত ঘৃণা হয়েছে; এমন কি নরলোকের সঙ্গে কথা কইতেও সে ইচ্ছা করে না। একমাত্র অবলম্বন এখন রাজকুমারী লীলা, তার সঙ্গে লহরের প্রণয় ঘনীভূত না হলে আর উপায় নাই, প্রণয় ভিন্ন এ চিত্তবিকার আর কিছুতেই দূর হবে না। যত দিন তা না হয়, তত দিন অপেক্ষা করতে হবে; আর ভগবান্ ওপরে আছেন, পাপিষ্ঠের পাপকার্য্য একদিন না একদিন নিশ্চয় প্রকাশ হবে, সেই দিনের অপেক্ষা কর। তবে এখন তার কার্য্য-কলাপ যত দূর পার, গুপ্তভাবে দেখ।

খেলা। যে আজ্ঞে, তবে আমি এখন আসি, প্রণাম।

হেম। কল্যাণমস্তু।

[খেলারামের প্রস্থান।

(লহরের প্রবেশ।)

লহর। ছিল শান্তি, অশান্তি আসিল পুন ;
কিবা ফল জ্ঞান লাভে ?
উন্মত্ত বিবেকহীন, হাসি গাই আপনার মনে,
সংসারের ভীষণ মুরতি, দূরে রহে, না আসে নিকটে ;
লভি জ্ঞান কি হইল ফল ?
অশান্তি,—অশান্তি সুধু ;—
দেখ লীলা রাজার তনয়া, বনবাসী অদৃষ্টের দোষে,
আমিও কাননবাসী,
কেন হায়, উভয়ে উভয়ে হেরিলে মুগ্ধসম রই চেয়ে ?
বনবাসী, তার কেন প্রেম ?
আহা ! লীলা, সুধাংশুবদনা,
চলে যেতে ব্যথা লাগে পায়,
সে কেন রে বনবাসী ?
স্বর্ণলতা কাননে কি শোভা পায় ?
যে কুসুম লোকালয়ে
কত শত রাজার তনয়
হেরি মুগ্ধ হয়ে আদরে পরিত গলে,
সে কুসুম, মরুসম দুর্গম কান্তারে
যত্ন বিনা শুখাইবে রবিতেজে ;—
হায় বিধি, কি কঠিন বিধি তব।

হেম। কহ বৎস, কি ভাবে মগন তুমি?

লহর। পিতঃ ভাবি মনে—
কোন অপরাধে অজ্ঞানেরে জ্ঞান দিলে পুন;
বেশ ছিনু উন্মত্ত বিবেকহীন।

হেম। বৎস, রাজপুত্র তুমি, অচিরে লভিবে সিংহাসন।
দুর্জ্জন দমন, সুজন পালন করিবারে
পারে কি বাতুলে কভু?
যাই বৎস, আছে প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

লহর। গেল তাপ, স্নিগ্ধ হ'ল ধরা;
রবিতাপ-তপ্ত তরুরাজি,—
সন্ধ্যা সমাগমে পুন হইল শীতল;
সুদূর পশ্চিমাকাশ করিয়া রঞ্জিত,
দিনদেব অস্তাচলগামী;
শূন্য হতে যেন রক্তবর্ণ যবনিকা পড়িল তটিনী'পরে,
জানাতে মানবে, এ দিনের মত খেলা হ'ল অবসান।
কুমুদিনী পতি, নিজ অবসর বুঝি, উদিত গগনপটে,
কুমুদিনী আবেশে বিভোরা,
ঢলে পড়ে বদ্ধ স্নিগ্ধ করজালে।
এ ধরা কি মানবের তরে?
মায়ামুগ্ধ, বিকৃত স্বভাব,
কপটতা প্রবঞ্চনা প্রলোভন আদি নিত্য সঙ্গী য্যর,
এ সকল পবিত্র শোভা, হেন হীন মানবের তরে?
না—যোগী,—

মত্ত বিভুপ্রেমে, সরল স্বভাব,
হিংসা, দ্বেষ, খল, কপটতা, যার মনে নাহি পায় স্থান।
এ সকল তার সেবা হেতু;
প্রেমিক প্রেমিকা,—
মত্ত প্রেমে, হিতাহিত জ্ঞান নাহি যার,
মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা যারা নাহি জানে,
আপনার জন সাথে নিভৃতে মিলনসদা আকিঞ্চন যার,
এ সকল তাহাদের তৃপ্তি হেতু;
এ সুখের অন্যে নহে অধিকারী।
(দূরে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

(লীলা ও মালতীর প্রবেশ।)

লীলা। তার পর সখী, তারপর কি বললেন?

মালতী। আর কি? বল্লে, যে তিনি মহারাজ বিক্রমকেতুর ভাইপো; মন্ত্রীর, আপনার ছেলের সঙ্গে রাজকুমারী মালার বিয়ে দিয়ে, রাজার বাপ হবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু লহর কুমারই হচ্ছে প্রধান কাঁটা, তাকে সরাতে পারলেই কাজটা হালকা হয়ে আসে; তাই তাকে প্রাণে মারবে বলে বিষ খাওয়ায়; ভগবানের কি মহিমা তিনি প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু পাগল হয়ে গেলেন; তার পর তাঁকে এই বনে পাঠিয়ে দেয়, এই খানে যোগীবরের ঔষধের গুণে এখন আবার বেশ ভাল হয়ে আসছেন।

লীলা। মহারাজ কি তাঁর ভাইপোকে ভাল বাসতেন না?

মালতী। তাঁর ছেলে পুলে হয়নি, ওই ভাইপোই তাঁর বংশধর, তাঁকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন।

লীলা। তা হ'লে রাজকুমার নিরুদ্দেশ হ'লে তাঁ'র খোঁজ হয়নি কেন?

মালতী। খোঁজ আবার হয়নি? রাজা প্রায় অন্নজল ত্যাগ করেছেন; অনেক খোঁজ হ'ল কিন্তু পাওয়া যায়নি।

লীলা। পাওয়া গেল না কেন? যিনি যোগীবরের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন তিনি ত সব জানেন, তিনি কেন প্রকাশ করেন নি?

মালতী। তিনি সম্প্রতি সব জেনেছেন, কিন্তু যোগীবর আরও কিছুদিন তাঁ'কে কথাটা চেপে রাখতে বলেছেন। আরও কিছু দিন পরে সুবিধে মত কথাটা রাজার কানে তুলবেন।

লীলা। আহা! সখী তাঁ'র কি কষ্ট? জ্ঞান হয়েছে, সব বুঝতে পারছেন, দেখছেন মানুষ কত দূর পাপ করতে পারে।

মালতী। আর কেন ভাই, সব ত ঠিক, এখন তোমাদের মিলন করে দিতে পারলেই মালতীর কাজ শেষ হয়।

লীলা। সখি! আমি অভাগিনী, হেন সুখ হবে কি আমার?

চাঁদিমার সুধা চকোরী করয়ে অভিলাষ,
বায়সী সে সুধা যদি করে আকিঞ্চন,
মনসাধ পুরে কি তাহার?
সখি আমি ভাগ্যহীনা জনম-দুঃখিনী,
দেবপতি করিয়াছি সাধ—
হবে কি সজনি মম আশার সুসার?

মালতী। সখি! সুধামুখি! দেবতার সনে হয় দেবীর মিলন,
চন্দ্রসুধা চকোরেই পায়,
দেবী তুমি, দেবতা তোমার তরে,

অভাগিনী তুমি ?
তবে ভাগ্যবতী কে আছে ধরায় আর ?

লীলা।— গীত।

সঁপিয়াছি সখি কুল শীল মান, আর কি পাইব ফিরে।
আশা না পূরিবে সারা জীবনে, মরমে রহিব মরে॥
যাই যাই ফিরি, কত আশা করি, পুন তারে ভেঙ্গে ফেলি,
ভেঙ্গে পুন গড়ি, নিরাশায় পড়ি, প্রাণে প্রাণে মরি জ্বলি,
স্বপনে দেখেছি, স্বপনে পেয়েছি, তাপিত হৃদয়'পরে।
নিরালায় রব, মানসে হেরিব, নিতি নিতি ঘুম ঘোরে॥

মালতী।— গীত।

আশা মিটিবে সখি, মিটিবে লো।
পিয়াসা কাতর হেরলো নাগর, অনিমিষে তোরে হেরে লো॥
দেখ কাতর নয়নে, চেয়ে তোর পানে, কত কি কহিছে কথা,
প্রেমের বিকাশ, নয়নে প্রকাশ, হৃদয়েতে যত ব্যথা,
হৃদয়ে হৃদয়ে গিয়েছে বাঁধিয়ে, মালা দিয়ে এখন বাঁধিবি লো॥

লীলা। সখি, চল ভাই সন্ধ্যা হল।

মালতী। দাঁড়া না, দাঁড়া না, ওঁকে ডাকি, তোর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই।

লীলা। দূর্ মড়া, যাঃ, না ভাই, আমি অত জানি না, আমি তবে যাই।

মালতী। যাই যাই করি, চলিতে না পারি,
চরণ নাহি চলে।
চাই ফিরি ফিরি, লাজে না নেহারি।
হৃদয় হেরিতে বলে ॥
হৃদয়ের কথা, হৃদয়েতে গাঁথা,
নাহি পারি প্রকাশিতে।
লাজ অন্তরায়, হ'লে নিরালায়,
ধরিতাম হৃদয়েতে ॥

তা যদি বলিস্ ত আমি না হয় চলে যাই।

লীলা। দূর্ মড়া, তোর সকল কথাতেই রঙ্গ।

মালতী।— গীত।

লাজে সই বাক্ সরে না, মনের কথা মনই জানে।
মুখে ফুটে উঠছে কথা, লাজের বাধা নাহি মানে ॥
আবেশে বিভোর তনু মানা মানে না,
লাজে বাদ সাধে লো সই পথ ছাড়ে না,
ছাড় লাজ রাখলো মান বল বেদনা,
দেখ চেয়ে কাতর নাগর চেয়ে কাতর নয়নে ॥

লীলা। ওলো হ্যাঁলো হ্যাঁ, তোর সকল কথাতেই ঠাট্টা।

মালতী। দূর্ তুই আজও খুকি, মন যদি দিলি ত নিবি না কেন? ওর মতন অমন হাজার রাজপুত্তুর তোর গোলাম হয়ে থাকে, তোর প্রহরীদের হুকুম দে এখনি বেঁধে নিয়ে আসবে এখন।

লীলা। মাগী যেন ন্যাকা, এখানে প্রহরী কোথা পেলি লা?

মালতী। ওলো তোর নয়নযুগলে, রতিপতি আপনি প্রহরী,
ফুলশরাশনে জুড়ি পঞ্চফুলশর।

লীলা। না ভাই, আমি পারব না, আমার অত আসে না।

মালতী। পেটে খিদে মুখে লাজ, আহা, যেন খুকি, মদন রাজার হাতে ত এখনও পড়নি তা বুঝবে কি করে? আচ্ছা আমি যাচ্ছি কথা কইতে, কিন্তু শেষে ভাগ চাইলে পাবে না।

লীলা। না ভাই আমি চাই না।

মালতী। আহা হা, এতও জানিস না।

(লহরের প্রতি)

নাশিতে নারীর প্রাণ, চখে খরতর বাণ,
কেবা তুমি মতিমান, এসেছ কাননে?
অবলা রমণী জাতি, আঁখি শরজাল পাতি,
কেন বধিবারে মতি, হ'ল অকারণে?

লহর। লহর কুমার নাম, অদূরে নগরে ধাম,
বিধাতা আমারে বাম, তাই এ কাননে।
নাহি জানি আঁখিবাণ, চুরি গেছে মম প্রাণ,
তাই করিতে সন্ধান, ভাবি একমনে॥

মালতী। মনচোরা আঁখি লয়ে, ভ্রমিছ নারী বধিয়ে;
প্রাণ হরে লয়ে, বল, প্রাণ গেছে চুরি।
এ চোর কেমন বল, চোরের সর্ব্বস্ব নিল,
বাটপাড়ি করে গেল, চোরের উপরি॥

লহর। নহি মনচোরা আমি শুন সুকেশিনী,
আছে বামা ভুবনমোহিনী, নয়নে বরষে ফুলশর;

অঙ্গ জর জর তাহে;
কিন্তু হায় বিধাতা বিমুখ।

মালতী। প্রাণ বেচা কেনা করি, প্রাণের ব্যাপারী দোঁহে,
দেখ দেখি তব প্রাণ পাও কি না আমা দোঁহা পাশে।

গীত।

প্রাণের বেচা কেনা করি, প্রেমের ব্যাপারী।
দেখ দেখি চোরা প্রাণটী, পাও কিনা ফিরি ॥
প্রাণ নিয়ে প্রাণ দিতে জানি, না জানি ছলা,
হারা প্রাণ ফিরে আনি মোরা অবলা,
প্রাণে প্রাণে মিলে যদি, বেঁধে রাখি প্রেমের ডুরি ॥

লহর। বাঁধা দিছি প্রাণ, কিন্তু আর পাইব কি ফিরে?

মালতী। পাবে, পার যদি করিতে গ্রহণ;
নেহার কাতরে চাহে বালা, কাতর বহিতে বোঝা।

লীলা। (মৃদুস্বরে) দূর্ মড়া।

লহর। কি হেন করেছি পুণ্য,
হেন রত্নহার হবে মম কণ্ঠশোভা?
বৃথা আশা—

মালতী। নহে বৃথা,
যুবরাজ! চিনিয়াছি, চিনেছেন নৃপতি তোমায়,
অবলার ফিরে দেহ প্রাণ, লহ প্রাণ, প্রাণ বিনিময়ে।

লহর। ঘটিবে অনর্থ অতি গোপন প্রণয়ে।

মালতী। বুঝেছি সকল,
পড়িয়াছ বাঁধা দোঁহে দোঁহার নিকটে।

মালতী— গীত।

প্রাণে প্রাণে বাঁধা পড়েছে।
শ্যামের বামে রাই কিশোরী ভাল মিলেছে ॥
দেখরে মরি চাঁদের গলে, তারার মোহন মালা দোলে।
নয়ন কোণে ঝরছে সুধা প্রেমে মজেছে ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উপবন।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। দিনে দিনে দিন যায় বয়ে,
হয়ে রাজার কুমার, লুকাইয়া নিজ পরিচয়
কতদিন আছি রাজপুরে ভিক্ষুক অতিথি সম ?
কোথা পিতা, কোথা মাতা, কোথা ভগ্নী মম,
তত্ত্ব কিছু নাহি রাখি তার,
ঘূর্ণমান চক্র যথা
কালের বিষম চক্রে ঘুরিতেছি দিবারাতি।
নাহি জানি কি কুহকে আচ্ছন্ন জগৎ ;
নিত্য আশা করয়ে ছলনা,
নিত্য ভাবি নিরালায় বসি, আজি বুঝি পাইব সংবাদ ;
কিন্তু হায়! দিন শেষে দিনদেব সহ

অস্তে যায় আশার মোহিনী ছবি।
পুন নব আশা
ক্ষীণরশ্মি সম দেখা দেয় হৃদয় গগনে।
দিন বয়ে যায়, রহে না ত দিন,
আশা সম রহে কিন্তু নিতুই নূতন।
আশার কি নাহি অবসান?
হবে নাকি পূর্ণ মনস্কাম?
কি কাজে অলসে তবে রব রাজ পুরে?
রাজা মোরে ভালবাসে প্রাণের অধিক
না চাহে ছাড়িতে কভু;
দেখি আশা কতদিন রাখে বাঁধি
আশাতেই রহে প্রাণ আশাই জীবন।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে মালা ও সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

মান করেছে কমলমণি, কথা কবে না।
দেখ সখি ভোমরা বঁধুর কত সাধনা॥
গুঞ্জরি কাতর স্বরে, কত সাধা সাধি করে,
মানিনী মানের দায়ে ফিরে দেখে না॥
রূপের কতই গরব, মুখে নাহি ফুটে রব,
না তোলে মুখ অভিমানে মানিনী নিরব,—
ভোমরা বঁধু মনখেদে, ধরিল মৃণাল পদে,
ফিরে যায় প্রাণ বঁধু তাও দেখে না॥

১মা সখী। সখি দেখ,—

গুণ গুণ করি, মন দুখে মরি,
নিরাশ হইয়া, ফিরিল ভ্রমরা।

২য়া সখী। গরবি কমলা, নাহি দেখে জ্বালা,
মুখ ফিরাইয়ে হাসিছে প্রখরা॥

১মা সখী। স্বচ্ছ সরোনীরে, দেখলো নেহারে,
কপটতা মাখা দুষ্ট হাসি মুখ।

২য়া সখী। কাতরে কাঁদিল, হতাশে ফিরিল.
যেন তাহে পেলে কতই সুখ॥

১মা সখী। দুষ্ট কমলার, একি লো আচার,
সরলা রমণী নহেত এ।

২য়া সখী। অবলা সরলা, পেতে নানা ছলা,
বধিতে পুরুষে সবই করে॥

১মা সখী। সরলা ললনা, না জানে ছলনা,
এইত রমণী জাতির রীতি।

২য়া সখী। তবে কিলো সখি, কাঁদিবে নিরখি—
পুরুষে, রমণী দিবা রাতি?

১মা সখী। পুরুষে জিনিতে, নারীর আঁখিতে,
দিয়েছে বিধাতা, খর পঞ্চবাণ।
আঁখিতে মজিবে, কেনা হয়ে রবে,
এই ত জগতে, জানি বিধান॥
(তবে) অবলা ললনা, করিয়ে ছলনা,
হারায় কি হেতু, আপন মান।

গরবে মগনা, ফিরিয়ে চাহেনা,
হারায় আপনি, অবলা নাম॥
২য়া সখী। পুরুষ পাষাণ, অবলার মান,
রাখিতে জানে না, জান না সই।
মধু যত পায়, লুঠিয়া পলায়,
অবশেষে বলে, দূর হ' ছাই॥
১মা সখী। পুরুষে জান-না, এ কথা বলনা,
ছলনা চাতুরী, জানে না তারা।
পাইলে হৃদয়, হৃদয়ে বিকায়,
রহে চিরদিন দাসের পারা॥
(যদি) ভালবাসে বালা, নাহি করে ছলা,
হৃদয়ে রাখে আপন জনে।
(তবে) চিরদিন তরে, ভালবাসে তারে,
হৃদয়ে বাঁধিয়ে, রাখে যতনে॥
পুরুষের প্রাণ, কঠিন পাষাণ,
সহজে না গলে, জান ত তায়।
আঁকিলে পাথরে, চিরদিন তরে,
আঁকা রহে ছবি, মোছা নাহি যায়॥
২য় সখী। রমণীর মান, করিল বিধান,
রমণী প্রধান, জগতে বলি।
না থাকিলে মান, নারী হতমান,
রাখিত নারীরে চরণে দলি॥
দেখ পুরাকালে, চরণের তলে,
বসি কালাচাঁদ, ভাঙ্গিল মান।

মানের আচার, সে হ'তে প্রচার,
দেব সৃষ্টি-সুধা, জগতে মান ॥
ভূমে পীতধড়া, খসে পড়ে চূড়া,
মুরলী রহিল ভূতলে পড়ি।
ভূমে নত জানু, পদতলে কানু,
কাঁদিল কাতরে চরণে ধরি ॥
"এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহু না কহসি বাণী ॥
ঐছন লহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত ॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান ॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয় ॥"
এ সব কাহিনী, জানত সজনি,
কি হেতু বলনা এতেক কথা।
প্রধান রমণী, দিবস যামিনী,
পুরুষ আসিয়া নোয়াবে মাথা ॥

মালা। ছার কথা দূর কর সই,
এস সবে তুলি ফুল শিবপূজা হেতু।

সখিগণ।— গীত।

(ওলো) কেমনে তুলিব ফুল বল তা সজনী।
ফুলেতে বসেছে অলি ছেড়ে এসে কমলিনী ॥

ফুলে ফুলে অলিকুল, ফুটাতে আসিছে হুল,
পোড়া অলি তাড়া করে কি বলে না জানি।
মনে করে ফোটা ফুল, ছেড়ে দিয়ে ফুলকুল,
সখি তোর মুখচাঁদে পড়ে অলি না জানি॥

মালা। সখি একি জ্বালাতন?
দেখলো ভ্রমরা আসি করিছে দংশন;
চল সখি কাজ নাই কুসুম চয়নে।

১ম সখী। সখি! মুখে তব অপূর্ব্ব বিকাশ,
চিকুরের পরে নেহারি ও সুধাংশু বদন,
ভ্রমরার হইয়াছে ভ্রম,
ভাবিয়াছে,—
নীল জল'পরে ফুটে আছে রক্তকমলিনী;
তাই যায় লুঠিবারে মধু
তোমার ও বদনপঙ্কজে।

গীত।

সখি অলিকুল।
মদে মত্ত অন্ধ আঁখি, করিল ব্যাকুল॥
আশার সুসার হেরি, বদন-পঙ্কজ'পরি,
মধু পাবে ভাবি মনে ফুটাইছে হুল॥

মালা। কেমনে বল নিবারি, উহু উহু জ্বলে মরি,
চল সখি কাজ নাই অবচয়ি ফুল॥

উহু সখি বিষম দংশন
কি বিষম জ্বালা
রক্ষা কর, রক্ষা কর, মোরে
ধর ধর প্রাণ বুঝি যায়।

নেপথ্যে বিনোদ।—
নাহি ভয়, নাহি ভয়,
কে কহে রক্ষিতে প্রাণ?

(বেগে প্রবেশ।)

এ কি! কে তোমরা সুলোচনে?
কি হেতু কাতরা হেরি সবে?

১মা সখী। নাহি কোনও বিশেষ কারণ
দংশিয়াছে অলিকুল সখির বদনে।

মালা। সখি! উপবন নহেত নির্জ্জন;
চল গৃহে।

[বিনোদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিনোদ। সত্য, না স্বপন?
কেবা বালা নাহি জানি
যেন শশী নীলাম্বর ছাড়ি উদিত ধরণী মাঝে
বুঝি বা এ রাজার কুমারী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উদ্যান-তোরণ।

মালীদ্বয়।

(প্রবোধসিংহের প্রবেশ।)

প্রবোধ। তার পর, তার পর, তার পর কি বলব? বলব, হৃদয়দাহিনী, একবার বাক্যবাণে জর জর কর, আমি দেখি। আর, আর কি বলব? তোমার নয়নকোণে একটু শ্রীচরণ দিলে বড়ই ত্রাসিত হব। আর কি? শেষে কিছু না হয়, বলব আমি তোমার শ্রীচরণে ত্যালাপোকা হয়ে থাকব। আর কি? তার পর আমি ত গাইতে জানি, যে গাইতে জানে, মেয়েমানুষরা তাকে নাকি বড় রসিক বলে। তা কি গাইব? (চিন্তা) হাঁা হয়েছে, সেইটেই গাওয়া যাবে; অমন চমৎকার কৃষ্ণ-পিরিতের গানের চেয়ে আর কি ভাল হবে? (অগ্রসর হওন)

১ম মালী। কেগো? বলি কেগো? হন হন করেই যে চলেছ, কে তুমি? বাগানের ভেতরই বা যাও কেন?

প্রবোধ। কি? আমায় জানিস্ না? আমি মহারাজের প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র, অমন করে কথা কচ্ছিস্, জানিস বেটারা এখনি ইচ্ছে করলে তোদের দুটোরই মাথা নিতে পারি?

১ম মালী। ও বাবা! ইস্! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় যে দেখছি। মন্ত্রীই হও, আর যেই হও বাপু, সাফ বলে দিচ্ছি, এ অন্দরের বাগান, এখানে যেতে দিচ্ছি না।

প্রবোধ। দেখ, আমায় রাগিও না বলছি, তা হ'লে ভাল হবে না।

২য় মালী। বলি মন্দই বা কি হচ্ছে গো মশাই? তোমার মতলবখানা কি? রাজকন্তার সঙ্গে দেখা করা ত? স্পষ্ট বলছি বাপু, তা হবে না, আমরা রাজার নুন খাই।

প্রবোধ। কি? আমায় অপমান? প্রহরী! প্রহরী!! কে আছ? দুজনকে কারাগারে দাও।

১ম মালী। বলি এখান থেকে যাবে? না ধাক্কা খাবে? আঃ ভাল আপদত গা।

প্রবোধ। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা? দাঁড়া তোদের দেখাচ্ছি; আজ সব বেটাকে কাটবো।

১ম মালী। আচ্ছা কেট' এখন; অত ভিরকুটি ভাল নয় শিগ্‌গিরই সমস্ত বুজরুকি বার হয়ে যাবে। ভাল চাও ত যাও, আর না যাও ত এই ফল পাও। (ধাক্কা দেওন)

প্রবোধ। দেখ্ বেটারা ভাল হচ্ছে না বলছি।

১ম মালী। না হোক, এখন ত তুমি যাও।

(খেলারামের প্রবেশ।)

খেলা। আরে বেটারা করিস্ কি, করিস্ কি? জানিস্ না কার গায়ে হাত দিচ্ছিস্? ছাড় বেটারা ছাড়, না হ'লে জান-বাচ্ছা একগাড়ে যাবি।

১ম মালী। কি বলেন ঠাকুরমশাই, এনার মতলবটা কি জানেন? বাগানের ভেতর, যেখানে মেয়ে ছেলেরা থাকেন, সেই খানে যাবেন। আমরা রাজার নুন খাই, এ রকমটা কি করে হ'তে দেব?

খেলা। আবাগের বেটারা জানিস্ না ইনি কে? তাই ওকথা বলছিস্; ইনি প্রধান মন্ত্রী রূপেন্দ্রসিংহের পুত্র শ্রীমান্

প্রবোধ সিংহ। জানিস্ বেটারা, রাজা বলেছেন রাজকন্যার সঙ্গে এঁর বিয়ে দেবেন। বেটারা ধনেপ্রাণে যাবি, ধনেপ্রাণে যাবি, এখনও বলছি পথ ছাড়।

প্রবোধ। ওকি বলছ খেলারাম? রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে কি? এ্যাঁ ওসব কি কথা? (স্বগত) বেটা সব জানে বোধ হয়।

খেলা। আজ্ঞে আমি গরিব কি না, আমার কথায় আপ-নারা বিশ্বাস করবেন কেন? আবার দুদিন পরে যখন রাজ-সিংহাসনে বসবেন, তখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাইবেন?

প্রবোধ। না না খেলারাম, কিছু মনে করো না, তুমি বড় ভাল লোক; সত্য কি মহারাজ বলেছেন?

খেলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছেন বই কি! মহারাজ সেদিন বলছিলেন যে "রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র ত আর কা'কেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবোধসিং হই উপযুক্ত; যেমন রূপে, তেমনই গুণে। কেবল পবন-নন্দনের প্রধান অঙ্গ যা, সেইটাই নাই। বিদ্যার আর কথায় কাজ কি, মা সরস্বতী সদাই স্কন্ধে বিরাজমানা; সুতরাং আমার ইচ্ছে যে মালার সঙ্গে তার বিয়ে দিই।" সকলেই "সাধু সাধু" করে উঠলো; আমি সেইখানেই ছিলুম, সব কথাই জানি। আমি এই বনে বাদাড়ে বেড়াই কি না, তাই আমার উপর সুঁদরী কাঠের ভার দিয়েছেন।

প্রবোধ। সুঁদরী কাঠ কি হবে?

খেলা। আজ্ঞে বর আসবে কি না, তাই আপনাদের বাড়ী হতে আর ঘাট পর্য্যন্ত সুঁদরী কাঠের রোসনাই হবে। চাঁড়াল পাড়ায় খবর গেছে নাপিত আসবে।

প্রবোধ। চাঁড়াল পাড়ায় আবার নাপিত কি ?

খেলা। আজ্ঞে রাজারাজড়ার মেয়ে বিয়ে করতে গেলে, চাঁড়াল কি ডোম আড়াই হাত মাপের খাঁটী ইস্পাতের বাঁকা একখানি ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে দেয়। আজ্ঞে আপনার মত অসাধারণ কিম্ভূতের বিয়ের সময় অদ্ভুত রোসনাই, আর বেয়াড়া নাপিত না হ'লে মানাবে কেন ? হুজুর পেন্নাম হই গো, এখন আসি। (স্বগতঃ) তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে যাই, অনেকক্ষণ আলাপচারি হয়েছে।

[প্রস্থান।

প্রবোধ। শুনলি ত বেটারা, এখনও বলছি ছেড়ে দে।

১ম মালি। বলি কর্ত্তা, আপনার তো খুব বিদ্যে দেখতে পাই ; ও ঠাকুর যা বল্লে, যদি বুঝতে পারতে ত আর কথাই কইতে না। এখন ভাল চাও ত যাও, আর না হয় এই ধাক্কা খাও।

প্রবোধ। থাক বেটারা, সকলকে দেখে নেব, তখন বুঝবি কা'কে ঘেঁটিয়েছিস।

১ম মালি। যে আজ্ঞে, এখন ত বিদেয় হোন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কানন।

লহর।

লহর। নাহি জানি কত দূরে আশার সীমানা।
এই আশা-স্রোতে ভাসি,
কত দূরে উন্নতির চরম সীমায় হই উপনীত ;
পুনঃ ভাঙ্গি সে স্বপন,

নূতন তরঙ্গে মন হয় আলোড়িত।
ধন্ত মায়া, ধন্ত কুহকিনী,
যে মানব, স্বার্থসিদ্ধি হেতু নাহি ডরে বধিতে অপরে,
সে মানব সনে পুনঃ মিলনের সাধ।
হায় সাধ হয় পুনর্ব্বার লভিতে বিভব,
সাধ পুনঃ হইতে নৃপতি ;—
লভিব লীলায় ভাবি।
লীলা,—
দগ্ধ মরুভূমে স্নিগ্ধ নীর সম ঢালিয়াছে প্রেমবারি,
সে প্রেমের আছে কি তুলনা ?
আমি অভাজন, অযতনে এ রতন রাখিয়াছি ফেলে,
বানরের গলে যথা রতনের হার।
আমি রাজার তনয়,—
কোথা রাজসিংহাসন—কোথা কাননে বসতি,
কিন্তু নির্ব্বাসনে মম, হইয়াছে শুভ ফলোদয়,
নহে কোথায় মিলিত হেম অমূল্য রতন ?
যেন বিধি মিলাইতে নিধি, পাঠালে কাননে মোরে ;
কাজ নাই রাজ্যধনে, কাজ নাই সিংহাসনে,
কাননে করিব বাস লীলারে লইয়ে,
সংসারের কুটিল পবন জ্বালা নাহি দিবে আর।
বসাইব নবরাজ্য তটিনীর তটে,
শাখিশাখে পাখী সনে করিব মিত্রতা,
সিংহ ব্যাঘ্রে রাখিব প্রহরী রাখিতে তোরণ মম।
গাহি গান কর দিবে কাননে বিহগী,

চামর দুলাবে মোরে আপনি পবন,
আকাশ,—চাঁদনী হবে, মুক্তা,—তারাচয়,
শিলা'পরে পাতি সিংহাসন
সুখের রাজত্ব মম বসিবে বিপিনে।
(শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন।)
এই ত কাটিল দিন ;
ঐ পর্ব্বতের পাশে অস্তে গেল দিনমণি,
ঐ হোথা নদীতটে উঠিল চাঁদিমা,—
ভাসায়ে জগৎ ধীর স্নিগ্ধ করজালে ;
ফিরিল কাননে পাখী আপনার বাসে।
এই সুখ এ জগতে ;
নাহি দ্বন্দ্ব নাহি বিসম্বাদ,
নাহি স্বার্থ-সিদ্ধি আর কুটিল ব্যাভার,
যেন প্রেমময় এ জগত।
গম্ভীরে তুলিয়া শির উচ্চে তরুবর
মাতি বিভুপ্রেমে যেন অবশ হইয়া
ঢালে আঁখিবারি মরি শিশিরের ধারে।
ঐ হোথা প্রেমে মাতি তটিনী সুন্দরী,
গাহিয়া প্রেমের গীতি কুল কুল রবে,
প্রেমে মাতি, নাচি নাচি চলিছে বহিয়া,
যেন প্রেমে গলি, ধরিয়াছে স্নিগ্ধ নীর দেহ,
আহা প্রেমময়ী তটিনী সুন্দরী।
ঐ গিরিবর, রাখিয়া বিশাল দেহ অবনী উপরে,—
গম্ভীর বদনে,—

নেহারে চৌদিকে প্রকৃতির এ সুন্দর খেলা ;
প্রেমে অবসাদ আহা ঝরিছে নয়ন,
ধন্য গিরিবর, ধন্য তব প্রেম নিদর্শন।
কি মধুর পরিমল বহিছে চৌদিকে,
আবেশে অবশ তনু, নিদ্রা মম আসিছে নয়নে
(শিলা'পরে শয়ন ও ক্রমে ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ।)

(ফুলহারে সজ্জিতা লীলার প্রবেশ।)

লীলা।— গীত।

শাখি শাখে বসি, গাহিছে বিহগী,
প্রেম-লহরী বহিছে তায়।
হয়ে প্রেমাকুল, ফুল্ল ফুল কুল,
ফুটিয়া মরি বাস বিলায়॥
তটিনী রঙ্গিণী, শীতল অঙ্গিনী,
নাচিয়ে নাচিয়ে বহিয়ে যায়।
ধীর সমীর, প্রেমেতে অধীর,
গগনে ভাসিয়ে বাঁশী বাজায়॥
ডুবিল রবি, দূরে গেল তাপ,
পুলকে জগত হাসিল,—
আঁধার সহ, নিশা সহচর,
আসিয়া ভুবন বেড়িল ;
নাশিতে তম, প্রেম পুলকে,
হাসিল চাঁদিমা গগন গায়।

তারকা কুল, হাসিয়া আকুল,
জগত পানে মিটি মিটি চায়॥

আগতা যামিনী,
এ সময় কোথা গেল সখি?
একি! কে এ শিলাপরে?
এযে প্রাণসখা—
হায় বিধি! একি বিধি তব?
রাজার তনয়,—
কুসুম শয্যায় ব্যথা লাগে অঙ্গে যার,
সে কেন রে ধরণী শয়নে?
হায়! ফাটে প্রাণ এ শয্যায় হেরি প্রাণধনে,
ধন্ত রে সংসার,
কোন প্রাণে বিষ দিল এ চাঁদবদনে?
স্বার্থজ্ঞান এত কি জগতে?
উঠ প্রাণনাথ!
কঠিন প্রস্তর'পরে শয়ন না সাজে।
না—কি কাজ ভাঙ্গায়ে ঘুম?
নাথের মস্তক রাখি নিজ জানু'পরে
প্রাণ ভরে হেরিব এ রূপ।
(নিজ জানু'পরে লহরের মস্তক রক্ষা।)
কি ছার চাঁদিমা তোর রূপের গরিমা?
তুলনায় হীন ভাবি তোরে।
দেখ হেথা, মুদিত নয়নযুগে কি লহরী খেলে!

হে কলঙ্কি! ঢাল রশ্মিরেখা বদন-কমলে,
সুন্দরে বিলায়ে রশ্মি হওরে সুন্দর।
একি! নড়িছে অধর,
কথা কন প্রাণনাথ স্বপনের বশে।

লহর। (স্বপ্নাবেশে) মন্ত্রি!
ধরি পায় আর বিষ দিও না আমায়,
ভিক্ষা মাগি প্রাণ মম তোমার সদনে;
লহ রাজ্যধন, লহ সিংহাসন,
অভাগারে দেহ প্রাণ দান,
আমি লীলারে ধরিয়া বুকে রহিব কাননে।

লীলা। হায়! হায়! নিদ্রাতেও নাহিক বিরাম,
স্বপ্নবশে পাপিষ্ঠের পাপখেলা জাগিতেছে মনে।

লহর। (স্বপ্নাবেশে) পিতঃ! পিতঃ! গুরুদেব!
কোন্ দোষে অভাগায় দিলে প্রাণদান?
বিবেক হারায়ে চিন্তা নাহি দংশিত আমায়
কেন পুনঃ সে দংশনে মোরে দিলে ডালি?

লীলা। জাগাই প্রাণেশে,—
না—নাহি কাজ তাহে,
মহাপাপ নিদ্রায় ব্যাঘাত দিলে।

লহর। (স্বপ্নবশে) লীলা! লীলা!
হৃদয়ের হার মম এসরে হৃদয়ে,
পিতঃ! গুরু! কি দিয়ে শুধিব তব ধার?
তুমি না জীবন দিলে,
কিরূপে লীলার প্রেমে হইতাম অধিকারী?

ধন্য পিতা, ধন্য এ জীবন।

লীলা। লীলা! লীলা! তোর সম কেবা ভাগ্যবতী?
দেখ, স্বপনেও কভু বিস্মৃত না হন তোরে,
কেবা সুখী তোর সম?

লহর। একি—! কোথা আমি? এ কে? লীলা?
কেন লীলা এসেছ হেথায় একাকিনী হেনকালে?
হের আগতা যামিনী চল যাই কুটীরে ফিরিয়া।

লীলা। নাথ! কিবা ভয়?
এস দোঁহে ক্ষণকাল চাঁদিমার তলে,
পাশরি সকল দুঃখ দোঁহারে নেহারি।

লহর। লীলা! বুঝি এ দু'খের দিন হ'ল অবসান।
হেরিনু স্বপনাবেশে,
যেন তোরে লয়ে বসিয়াছি রাজসিংহাসনে।

লীলা। নাথ! শুনি তব স্বপনের কথা,
পুলকে পূরিল মম প্রাণ,
লীলা তব স্বপনের সহচরী,
কেবা নাথ ভাগ্যবতী আছে মম সম?
আপনি কহিলে প্রভু স্বপনের বশে,
লীলা তব হৃদয়ের রাণী।

লহর। লীলা! লীলা! তুইরে বন্ধন মোর,
তোর তরে পুন হয় সাধ রাজ্য ধন লভিবারে।
নহে ভাব কিরে মনে,
কুটিল সংসারে পুনঃ হই অনুরাগী?
সংসারের কুটিলতা হয়ে অবগত,—

মরুভূমি হয়েছিল প্রাণ,
শত বাক্যব্যয়ে পুনঃ কভু না ফিরিত;
তুই, নাহি জানি কি মোহিনী-বশে,
সিঞ্চিলি অমিয় রাশি দগ্ধ মরুভূমে,
দূরে গেল তাপ—
শান্ত হল অশান্ত-জীবন।
কভু সাধ হয় মনে,
তোরে ল'য়ে রহিতে কাননে,
কুটিল সংসার পানে আর না চাহিতে,
যথা অবিশ্বাসী নর নাহি ডরে রাজারে বধিতে।

লীলা। নাথ! লীলা চায় তোমা,—
নাহি চাহে সম্পদ তোমার;
কিন্তু প্রভু ভাব দেখি মনে,
তোমাগত প্রাণ খুল্লতাত তব,
রয়েছেন কি দশায় তোমার বিহনে।

লহর। সত্য লীলা,
না জানি কেমনে তাঁরা বেঁধেছেন প্রাণ।
হায় রে! কুটিল প্রাণ কতই ভীষণ,
ছিঁড়িবারে হৃদিপিণ্ড তিলেক না ডরে;
ধিক্, শতধিক্ মানব জীবনে,
স্বার্থ সিদ্ধি লক্ষ্য যার জীবনে মরণে।
লীলা! লীলা!
তোরই তরে পুনঃ সাধ হয়,
মিলিতে কুটিল মতি মানবের সনে;

নহে, সত্য কহি, বাসনা আমার,
জাপিবারে এ জীবন কানন মাঝারে,
নরের কুটিল গতি নাহি পশে যথা।
যা'রে আপন ভাবিয়ে খুলে দাও হৃদয়ের দ্বার,
ভাবিয়ে হিতার্থী যা'রে লইয়া আদরে,
বসাও যতন করি হৃদয়ে তোমার,
কালক্রমে সেই পুনঃ স্বার্থ সিদ্ধি হেতু,
অকাতরে হৃদে তব করিবে দংশন ;
জ্বলে যাবে হৃদি তব প্রাণ-ঘাতি বিষে।
অরি কেহ আসি যদি তীক্ষ্ণ অসি করে,
হানে অসি হৃদয়ে আমার,
তাহে জ্বালা তত নাহি হয় ;
কিন্তু হায়, বন্ধুর কুটিল চক্রে প্রাণ বাহিরায়।

লীলা। নাথ! ক্ষান্ত দাও ও পাপ চিন্তায়,
নাহি বহু দিন আর,
লভিবে রাজত্ব প্রভু পুনঃ অচিরায়।
হের নাথ আসে সহচরী,
হেরিলে দোঁহারে এই নির্জ্জন প্রদেশে,
নিশ্চয় রহস্য প্রিয়া রহস্য করিবে।

(মালতীর প্রবেশ।)

মালতী।— গীত।

ঝিম ঝিম ঝিম আয়লো নিশিথিনী।
ফুটুক তারা আপন হারা হাসুক চাঁদিনী॥

প্রাণের বধূ শশধর, অধরে তার দিয়ে অধর,
বিরহ থাকলো দূরে, হাসুক কুমুদিনী ॥
মনের সুখে নিশার কোলে, প্রেমিক যুগল কেমন খেলে,
পেয়ে তার প্রাণ বঁধূয়া হাসে আমোদিনী ॥

মরি মরি মরি, কি হেরি মাধুরী,
পাষাণে ফুটেছে ফুল।
পাষাণের কোলে, দু'টী ফুল দোলে,
এ ফুলের নাহি তুল ॥
পাষাণ কঠিন, জানি চিরদিন,
কোমল কেমনে হ'ল।
বুঝিবা প্রেমিকে, পেয়ে নিজ বুকে,
পাষাণ গলিয়ে গেল ॥

(অগ্রসর হইয়া লহরের প্রতি।)

কে তুমি বিদেশী, আসি নিরজনে,
ভুলাও রমণী, কতই ছলে।
একি হে আচার, দেখ অবলার,
অবলা জীবন গিয়েছে ভুলে ॥
দেখ নত মুখে, ধরণী নিরখে,
নয়ন দু'টীতে কি এক খেলা।
মুখে হাসি সনে, সরম রিহরে,
সরলা ললনা, না জানে ছলা ॥
ভাল যদি চাও, প্রাণ ফিরে দাও,
নতুবা ঘটিবে বিষম জ্বালা।

প্রেমে বাঁধাবাঁধি, মানে সাধা সাধি,
নয়নে নয়নে চাতুরী খেলা॥

লহর। ছি ছি এ কি বল, রমণী মজিল—
পুরুষের ছলে, এও কি কথা?
চিরদিন জানি, চতুরা রমণী,
ভুলায়ে পুরুষে, দেয় হে ব্যথা॥
নয়নের কোণে, পূর্ণ চোখা বাণে,
হেরিলে পুরুষে, করেছে হত।
সে বাণ পরশে, হৃদি যায় ভেসে,
কি এক বিষম, টানের মত॥

মালতী। থাক থাক থাক, কাজ কি কথায়,
জানতে কিছুই নাই ত বাকি।
প্রাণটী নিয়ে, কাজের বেলায়,
তার পরেতে দাওহে ফাঁকি॥
পুরুষ তুমি, কাজ কি কথায়,
জানিত হে তোমার ধারা।
আমরা নারী, বুঝতে নারি,
শেষ কালেতে হইহে সারা॥

লহর। মন ভুলান, নয়ন-বাণে,
ভুলাও কেবল পুরুষগণে।
তোমরা নারী, সরল অতি,
আর কিছুত' নাইক মনে॥
চাঁদের মত, মুখটী দেখে,
ভোলে যখন, পুরুষের মন।

নাচাও তারে, মনের সাধে,
হাসাও কাঁদাও, কর যতন॥

মালতী। যাক ও কথা যাক, এখন এখানে কি রঙ্গ হচ্ছে?

লীলা। তোমার মাথা আর মুণ্ড হচ্ছে।

মালতী। আহা তাই হোক গো তাই হোক, এ যদি আমার মাথা মুণ্ড হয়, ত এমনি মাথা মুণ্ড জন্ম জন্ম হোক।

গীত।

নিরালায় বসি দুজনে।
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি, খেলা নয়নে নয়নে॥
হৃদয় মাঝে ফুটছে লহর, অধরে দিয়ে অধর,
প্রাণে প্রাণে কতই কথা কতই যতনে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উপবন।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। ধন্য আশা কুহকিনী,
হীন আমি, নারি বুঝিবারে তোর ভাব;
আমি অধীন রাজার,
কি হেতু এ উচ্চ আশা মম?
কোথা পিতা মাতা প্রাণাধিকা ভগিনী আমার,

তত্ত্ব কিছু নাহি রাখি তার,
আছি সুখে রাজার আলয়ে,
যেন, কত সুখ অধীন জীবনে।
আরে মন! নাহি তোর উচ্চ নীচ জ্ঞান,
দরিদ্র অনাথ ভাবি করুণা করিয়া
গৃহে স্থান দেছে তোরে,
কেন তবে হেন আকিঞ্চন?
কি হেতুরে হেন উচ্চ আশা,
পদানত সম, পদানত রহ চিরদিন।
আহা! কিবা রূপ!
যেন নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ-শশধর,
কনক লতার'পরে হয়েছে উদয়,
নয়ন যুগলে কিবা ভাবের বিকাশ,
সরলতা মাখান তাহাতে;
কি শোভা করেছে তাহে অঞ্জনের রেখা;—
যেন চমকিত যুগল চকোরে,
কেবল কাজল পাশে বাঁধিয়াছে বিধি।
কিন্তু কেবা সে যুবতী?
রাজার তনয়া, কিম্বা সহচরী তার?
বৃথা আশা কেন তবে পুষি হৃদি মাঝে?
জানি সুনিশ্চয়, যে হয় সে হয়,
ওরতন এ জীবনে হবে না আমার।
যাই, ওই স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে ক্ষণ লভিব বিরাম।

[প্রস্থান।

(সখিগণসহ মালার প্রবেশ।)

সখিগণ।— গীত।

মলয় বইছে ধীরে।
নাচে পাতা নবীন লতা, ফুলে ফুলে সোহাগ করে॥
গুন্ গুন্ গুন্ গায় ভ্রমরা কুল, মধু তায় দিচ্ছে কত ফুল,
বিরহীর সয়ন ব্যথা কাঁদে কাতরে॥

১মা সখী। ওলো ধনী চাঁদবদনী, একি আবার শুনি?
নিতুই নূতন নাগর নাকি হচ্ছে আমদানি?

মালা। সে কি রকম?

১মা সখী। সখি! আজ শুনলাম প্রধান মন্ত্রী রূপেন্দ্র সিংহের পুত্র প্রবোধসিংহ নাকি তোমায় বিবাহ করবার জন্য চেষ্টা করছে।

মালা। সে কি?

১মা সখী। আর সে কি; আশা, তোমায় বিয়ে করে রাজার উত্তরাধিকারী হয়।

মালা। সে ত একটা কিম্ভূত কিমাকারের মত, মহারাজের কি এতে মত আছে?

১মা সখী। তা জানি না, বোধ হয় নাই; মন্ত্রী নাকি এর প্রধান উদ্যোগী।

মালা। (হাস্য করিয়া) তা আর কি হবে?

১মা সখী। তোমার বিয়ে।

মালা। আমার? যমের সঙ্গে।

১মা সখী। বালাই, তা কেন?

মালা। সখি, কি বলিব আর?

আমি আর নহি ত আমার,

কি এক অজানা টানে বয়ে যায় প্রাণ,

কোন বাধা নাহি মানে;

বিবাহের কথা বলি, কেন সখি ব্যথা দাও প্রাণে?

১মা সখি। সখি বুঝেছি সকল,

সঁপিয়াছ প্রাণ মন বিদেশী যুবকে,

নহে কি হেতু এ বৈরাগ্য তোমার?

মালা। না সখি তা নয়।

১মা সখী। আর তা নয়,—

গীত।

সখি পড়েছ ধরা।

বিদেশী নাগরে হেরে হয়েছ আপন হারা॥

প্রণয়ের টান বইছে প্রাণে, কিছুতে মানা না মানে,

ভেসে কি সই যাবে শেষে, মিছে এ ভাবনা করা॥

মালা।— গীত।

হয়েছি আপন হারা, প্রবোধ মন না মানে।

মিছে ভুলাও আমারে, কেন সখী জেনে শুনে॥

হৃদয়ে পাষাণ পাতি, আঁকিয়াছি সে মূরতি,

কেমনে মুছিব বল, না ভাঙ্গিয়া সে পাষাণে॥

১মা সখী। সে যা হোক সখি, আমরা নূতন নাগরকে নিয়ে একটু আমোদ করব।

মালা। কি রকম আমোদ?

১মা সখী। তাকে একটু নাচাব।

মালা। কেন?

১মা সখী। বামন হয়ে চাঁদের আশা করলে যে ফল হয়, তাকে তাই দেখাব।

মালা। না সখি কাজ নাই, কি জানি কিসে কি হয়।

১মা সখী। কিছু নয়, সখি আর যা হোক, সে বানরের উপযুক্ত এ মুক্তাহার কখনই নয়।

মালা। একে জ্বলে মরি আপন চিন্তায়,
কি কাজ অপরে জ্বালা দিয়ে?
দেখ সখি, আমি রাজার তনয়া,
কিন্তু হায় নহি স্বেচ্ছাধীনা;
সমাজের হের অত্যাচার,
মনমত পুরুষে আমার
না পারিব বরিবারে।

১মা সখী। রত্নহার আশে যদি আসে লো বানর,
সফল কি হয় যত্ন তার?
আসিতেছে পাপমতি তোমার আশায়—
হরিতে তোমার মন,
তাহে নরপতি, তনয়ার প্রণয়ী বলিয়া,
বিবাহ দিবেন তব সাথে।
ওই দেখ আসে দুষ্টমতি।

মালা। ধিক্ দুরাচার,
সাবধানে পার যদি দুষ্টে শিক্ষা দিতে,
দেই তবে, নাহি মম মানা।

[মালার প্রস্থান।

(প্রবোধের প্রবেশ।)

সখিগণ। — গীত।

ঐ লো সখি মনের মত, নাগর এসে উদয় হ'ল।
হাসিতে পরায় ফাঁসি, আড় নয়নে প্রাণটা গেল ॥
উহু মরি নয়ন কোনে, চোখা চোখা কি বাণ হানে,
এবারে বাঁচা প্রাণে বুঝি সখি ভার হল ॥
দেখ্ লো সখি আহা মরি, ও চাঁদ মুখের কি মাধুরী,
অমাবশ্যার চাঁদ যেন লো ধরায় আসি উদয় হ'ল ॥

প্রবোধ। আহা—হা -হা কি গান!
প্রাণ মন করে আনচান,
শেষটা বুঝি দেহ ছেড়ে যান।
(স্বগত) ইঃ, তার পর কি বলি ?

১ম্বা সখী। কেগো নাগর, রূপের সাগর, উদয় হ'লে এখানে।
আমরা নারী, বুঝতে নারি, কেন সবে মার প্রাণে ॥
মরি কি রূপের ছটা, বর্ণ ঘটা, কালিবর্ণ মু'খানি।
আহা—হা, নয়ন-কোণে, মধু পানে, ঢুলু ঢুলু চাহনী ॥
আমরি কণ্ঠস্বরে, আকুল করে, কাকেরা সব হার মানে।
কে তুমি বল ত্বরা, নইলে মারা, আমরা সবাই যাব প্রাণে ॥

প্রবোধ। সত্যি সত্যি কি আমায় দেখে তোমরা মোহিত হয়ে গেছ ?

২য়া সখী। ছি ছি ছি, কব বা কি, পুরুষগণে জানি ভাল।
ছি ছি লো, বললে কথা, সুধায় তারে, সত্যি বল॥
হায় হায়, কেন এলে, প্রাণ বধিলে,
কেন আবার পরাও ফাঁসী।
অবলা, কুলের বালা, কোন দোষে নইত দোষী॥
ছি ছি ছি যাও চলে যাও, কথা যদি মিথ্যা বল।
মজেছি কি হবে তা, আর কি এখন করি বল॥

প্রবোধ। আমি অবিশ্বাস করছিনা, আমিও রাজকুমারী মালার জন্ম প্রাণে মরি।

১মা সখী। নাথ, আমিও আপনার জন্ম বড় ব্যাকুলা।

২য়া সখী। সত্য মশাই, রাজকুমারী আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

প্রবোধ। এঁ্যা—সত্যি?

২য়া সখী। সত্য।

১মা সখী। ছি ছি সখা একি বেশ তব?
প্রেমিকের বেশ এ ত নয়।
চল, সাজাই তোমায় মম মনমত সাজে।

প্রবোধ। তা চল চল, তোমরা যা বলবে আমি তাতেই রাজী, শেষটা কিন্তু আমায় চরণে ঠেলনা।

২য়া সখী। সখি, তোমায় বলেছিলেম, পুরুষ কঠিন, তা না হলে আর ভোলবার কথা কেউ মুখে আনে?

প্রবোধ। না না, আমি তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম, তা চল চল কি সাজাবে চল।

[১মা ও ২য়া সখীর সহিত প্রবোধের প্রস্থান।

অপর সখিগণ।—

গীত।

সখি আমরা নারী।
কথার বলে আঁখির ছলে মুনির মন হরি॥
মন মজান নয়ন-বাণে, বিষের তুফান বহাই প্রাণে,
মধুর গানের তানে, ভুবন জয় করি।
কথায় কথায় করিলো সব মান,
অযতনে নয়ন-বারি অনল সমান,
পুরুষের প্রাণের মাঝে বহাইলো তুফান,
ভাঙ্গিতে মান, সঁপেলো প্রাণ, নয় পায়ে ধরি॥

(প্রবোধকে ভল্লুকের স্থায় সাজাইয়া লইয়া সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

সখিগণ।—

গীত।

বসেছিল বঁধু গাছের ডালে।
সাড়া পেয়ে ধেয়ে এল চলে॥
মরি কোটর নয়নে, মিটিমিটি কি বাণ হানে,
দেঁতো হাসি পরায় ফাঁসী ভুলায় লো ছলে॥

প্রবোধ। এই ত সাজা হ'ল, এখন বল, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

১মা সখী। হ্যাঁ, তা করব, দেখ, তোমার গালের ঝিঁক দুটো বড় উঁচু, এই যে—এই যে। (কালি-রঞ্জিত হস্ত মুখে প্রদান।)

প্রবোধ। হ্যাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো, এখন তবে আসি, কাল আবার আসব।

১মা সখী। এখনই কোথায় যাবে? আমরা গান গাই, তুমি নাচ।

প্রবোধ। তা বলছ, তবে নাচি।

(২য়া সখীর লাঙ্গুল পরাইয়া দেওন।)

একি একি এঁ্যা?

সখিগণ।— গীত।

যেমন দোষ তেমনই তার বিচার।
বানর হয়ে কেমনে হায় পরবে মণির হার॥
বামন হয়ে চাঁদে আশা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
যা চলে যা কর্ম্মনাশা বেহায়া নচ্ছার॥

[সখিগণের প্রস্থান।

প্রবোধ। এঁ্যা! ভাল্লুক নাচ নাচালে? আচ্ছা থাক সব, জান না আমি কে? ওকি! ও আবার কে? ওহো! সেই না? সেইত বটে; বুঝেছি, ওর সঙ্গে এত? থাক সব, সকল কথা রাজসভায় উপস্থিত করব।

নেপথ্যে মালী। ওকে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে? কে তুই?

(মালীদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রবোধ। সারলে বাবা, ওরে আমি।

১ম মালী। কে তুমি? একি! ওরে এযে ভাল্লুক। (গলদেশে রজ্জু দিয়া) নাচ বাবা নাচ,—

ঠুমুক ঠুমুক নাচরে ভাই, ঠুমুক ঠুমুক নাচ।
কালকে ছিলে গাছের ডালে, আজ দুনিয়া মাঝ॥

প্রবোধ। (স্বগত) ভাল্লুক বলে ঠাউরেছে, যদি অঙ্গভঙ্গি করে কোনও রকমে রক্ষা পেয়ে যাই একবার দেখি না কেন। (অঙ্গভঙ্গি করণ।)

[প্রবোধকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া মালিগণের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

বিক্রমকেতু ও রূপেন্দ্র।

বিক্রম। কহ মন্ত্রী, সত্য না স্বপন?
প্রকৃত কি হেন কথা করিনু শ্রবণ?
অথবা নিদ্রার বশে দেখিনু স্বপন?
হায়! কেবা জানে?
পুত্র সম যত্নে যারে রাখিয়াছি ঘরে,
কাল-সর্পরূপে সেই দংশিবে হৃদয়ে।
কহ মন্ত্রী, বিকৃত মস্তিষ্ক তব,
উন্মাদের প্রলাপ বচন কহিলে আমায় তুমি;
কহ, মিথ্যা কথা, নাহি ভয় দিব পুরস্কার।

রূপেন্দ্র। হায় মহারাজ! না সরে বচন মম;
সত্য এ ঘটনা।
পরিচয় নাহি জানি—
বিদেশী যুবকে রাজা দিয়াছিলে স্থান,
হায় হায়! কি কব অধিক,
তার হ'তে মানহত হইলে রাজন্।

বিক্রম। কন্যা মম ভালবাসে বিদেশী যুবকে ?
ওঃ! কাল-সর্প পুষিয়াছি হৃদয়ে রাখিয়া,
বিষে তার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
কে আছরে ?

(প্রহরীর প্রবেশ।)

ল'য়ে এস মম পাশে বিদেশী যুবকে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

উপযুক্ত শাস্তি দিব দুরাচারে,
কি করি উপায়, কন্যা মম চায় তারে,—(চিন্তা)

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিক্রম। বিশ্বাস-ঘাতক মূঢ় নরকের কীট,
কোথা তোর হবে স্থান ?
আশ্রয়দাতার সহ হেন ব্যবহার
কোথায় শিখিলি পাপী ?

বিনোদ। রোষ দূর কর মহারাজ,
নাহি জানি কোন্ অপরাধে অপরাধী শ্রীচরণে ;
করুণার উপযুক্ত নাহি হই যদি,
দেহ আজ্ঞা, চ'লে যাই যথা যায় আঁখি।
হায়, মম এ হেন দুর্গতি,
বিদেশে বিপাকে পড়ি হই অপমান।

বিক্রম। মন্ত্রি! মিথ্যা কথা তব,
নির্দ্দোষী এ যুবা।

রূপেন্দ্র। মহারাজ! বিশ্বাস না হয় যদি আমার বচনে,

কি কাজ মন্ত্রিত্বে তবে ?
জিজ্ঞাস যুবায়, দেখ রাজা, কি দেয় উত্তর।

বিক্রম। কহ, মালা সহ,—
কিরূপ আলাপ তব হয় উপবনে ?

বিনোদ। মহারাজ ! মালা কেবা, নাহি জানি তা'রে ;
হেরি উপবনে, কন্যা তব সহ সহচরী,
সন্ধ্যাকালে, লাজ দিয়া চাঁদিমায়,
ভ্রমে নিত্য কুসুম চয়ন করি ;
বাক্যালাপ কভু হয় নাই তা'র সনে।

বিক্রম। দুরাচার, দস্যুর নফর, মিথ্যা কথা কেমনে লুকাবি ?
মন্ত্রীপুত্র আপনি দেখেছে বাক্যালাপ তোর সনে ;
আর নাহি অবিশ্বাস ;
ভাল প্রতিদান মোরে দিলি দুরাচার,
ঘাতকের করে তা'র পাবি প্রতিফল।
মন্ত্রি ! কালি অমাবস্যা,
চণ্ডীর মন্দিরে দেহ বলি বিশ্বাস-ঘাতকে ;
শিখুক জগৎ,
বিশ্বাস-ঘাতক-জন কোন্ শাস্তি পায় !
কে আছরে ! বন্দী কর দুরাচারে।

(প্রহরিগণের প্রবেশ ও বিনোদকে বন্দী করণ।)

বিনোদ। মহারাজ ! লহ প্রাণ খেদ নাহি তায় ;
কিন্তু জেন স্থির, অপরাধী নহি আমি।

বিক্রম। দূর হও অবিশ্বাসী।

[প্রস্থান।

নৃপেন্দ্র। লয়ে যাও কারাগারে,
কালি সন্ধ্যাকালে, চণ্ডীর মন্দিরে হবে বলি।

[প্রস্থান।

বিনোদ। না জানি মা, কোন্ অপরাধে অপরাধী রাঙ্গা পায় ;
সন্তানের রক্ত পানে তৃপ্ত যদি হও,—
কর পান, খেদ নাহি তায়,
জানুক জগত তব সন্তানের মায়া।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদীতট।

মালতী, লহর ও লীলা।

মালতী ও লীলা।— গীত।

গগণের কোণে,—
ঐ ডোবে রবি রক্তিম বরণে।
সিন্দূর-রেণু মাখিয়াছে ভানু, প্রতিবিম্ব তার পড়েছে গগণে॥
অলশে অবশ অস্ত-অচলে, সাধি নিজ কাজ ঐ রবি চলে,
জলে কমলিনী, আহা বিষাদিনী, মুদে আঁখি চাহি গগণ পানে॥
পূরব ধারে ভাসি সুধা ধারে, কুমুদিনী-পতি ঐ উঁকি মারে,
হেরে আমোদিনী আহা কুমুদিনী,
মুদিত কোরক খোলে ফুল্লমনে॥

(হেমগিরি ও খেলারামের প্রবেশ।)

হেম। দেখ, আর বিলম্ব করা উচিত নয়; পাপিষ্ঠের পাপচক্র ভঙ্গ করাই উচিত। (লহরের প্রতি) বৎস, তোমরা শীঘ্র রাজা-রাণীকে সঙ্গে লয়ে এই ব্যক্তির সঙ্গে এস, আমি আর বিলম্ব করতে পারছিনা।

[প্রস্থান।

লহর। ম'শায়, ব্যাপার কি ?

খেলা। সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বলবার সময় নাই, সকলে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কালী-মন্দির।

পুরোহিত, ঘাতকদ্বয় ও বিনোদ।

পুরো। যাও, স্নানাদি করিয়ে লয়ে এস, উৎসর্গ করে দিই।

১ম ঘাতক। স্নান হয়ে গিয়েছে।

পুরো। তবে এস, উৎসর্গ করে দিই।

বিনোদ। দেব ! যাবে প্রাণ দেহ ছেড়ে;

এ জনমে শস্য-শ্যামা-ধরা, নারিব দেখিতে কভু আর;

আর কভু এ জনমে,

প্রস্তরে স্থানিত এই ভৈরবী-প্রতিমা,

রাঙাজবা শোভিত চরণ

চর্ম্মচক্ষে না পাব দেখিতে;

প্রাণ ভরে মা মা বলিয়ে
নারিবে রসনা আর মায়েরে ডাকিতে;
রহ প্রভু ক্ষণকাল,
প্রাণ ভরে জনমের মত দেখে লই মায়ের প্রতিমা;
প্রাণ ভরে ডাকি জননীরে।
অন্তিমের এ মম বাসনা নিজগুণে পূর্ণ কর মহাশয়।

পুরো। আহা, তা ডাক ডাক।

বিনোদ। সন্তানের রক্ত পানে এত সাধ তোর, না জানি মা এতদিন;
কিবা হেন পুণ্য কার্য্য করেছি জীবনে,
যাহে ও রাঙ্গা চরণে লয় হবে পাপ প্রাণ?
আহা! কি মূরতি মনোহর!
রতন-নূপুর পরা চরণ দুখানি শবরূপ শিব'পরে
মরি মরি রাঙ্গাজবা কিবা সাজে তায়!
কটীতটে নর কর হার,
মুণ্ডমালা দোলে গলদেশে;
ত্রিনয়নে, করুণার সনে,—
ভয়ঙ্কর ক্রোধ ভাব করিছে বিরাজ,
জ্বলে বহ্নি ধিকি ধিকি ললাট উপরে বিশ্ববিনাশিনীরূপে,
জগদ্ধাত্রী রূপে মরি জগত পালন ক্ষরে ক্ষীর যুগ্ম স্তনে,
মা বলিতে রসনা ব্যাকুল।
নরমুণ্ড করে, অন্য করে অসি,
মাভৈঃ মাভৈঃ মুখে,
আর করে অকৃতি সন্তানে
অভয়ে! অভয় দান কর দিবানিশি।

কি ভয় আমার? জগত-জননী-পায়ে যাইবে জীবন,
যে চরণ রেণু, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাহি পায়,
যে চরণ আশে, মত্ত যোগী নির্জ্জন প্রদেশে,
যাপে কাল কঠোর তপস্যা করি,
সে চরণে লুটাইবে শির।
উষ্ণ-রক্ত-স্রোত,—
দেবতা-বাঞ্ছিত ঐ চরণ যুগলে যতনে ধুইবে আজি।
প্রাণের বাসনা যত রাঙ্গা পায় মিশি,
লভিবে নির্ব্বাণ মুক্তি।

পুরো। আহা সরল যুবা, এর কেন প্রাণ বধ করা? যদি এতই অপরাধী হয়, দেশ হতে বহিষ্কৃত করে দিলেই ত হ'ত। অপরাধী কি নিরপরাধী তা না দেখে একেবারে প্রাণ বধের আজ্ঞা? আহা, মুখ দেখলে স্বতই স্নেহের উদয় হয়।

বিনোদ। এক দুঃখ রহিল মা মনে,
রাজ্যভ্রষ্ট পিতা, নাহি জানি কোথা,
আমা বিনে জীবিত, কি পরলোক গত;
হায়! হায়! রাজা হয়ে এ হেন দুর্গতি।
মাগো! আর তোর রাঙ্গা পায়ে নারিব লুটাতে শির,
আর কভু এ জনমে শুনিব না স্নেহ মাখা কথা;
আজি অন্তিম সময়, উদ্দেশে প্রণমি তোর পায়,
দেখ মাগো, সন্তানের অপরাধ করনা গ্রহণ।
প্রণাম চরণে পিতা,
আর এ অকৃতি পুত্র,
স্নেহময় কোলে তব নারিবে জুড়াতে।

লীলা! লীলা! ওরে তুই লোহার বাঁধন,
তোর মুখ ভুলিব কেমনে?
তোর সুধা মুখে মধুমাখা বাণী—
আর না শুনিব কভু।
একবার জনমের মত দেখা দিয়ে জুড়ায়ে তাপিত প্রাণ,
জনমের মত বিদায় মাগি রে আজ।

পুরো। (স্বগত) আহা, বাপ মায়ের কথা মনে পড়েছে বুঝি, চোখ দু'টী ছল ছল করছে। সরল প্রাণে বড় আঘাত পেয়েছে। হায়রে দাসত্ব! আজ উদরের জন্য একটী অমূল্য রত্নকে মায়ের কাছে বলি দিতে হ'ল, একটা কথাও বলতে পারলেম না। মা পাষাণী! এই কি তুই জগত জননী? কে জানে মা তোর কেমন মায়া।

বিনোদ। কত সাধ ছিল মা জীবনে,
রাজ্যভ্রষ্ট পিতা, নাহি জানি বনে বনে কত কষ্ট পান;
সিংহাসনে বসাব তাঁহারে,
জ॰নীর কোলে যাব পুনঃ;
সুধামুখী লীলারে আমার,
রাজপুত্র করে কোন করিব অর্পণ;
কিন্তু হায় বিড়ম্বনা এ সকল।
কোথা পিতা কোথা মাতা,
বিদেশে বিপাকে হায় হারাই জীবন।

পুরো। ওরে, তোরা কোনও রকমে একে রক্ষা করতে পারিস? দেখিস শেষে পুরস্কার পাবি; এ কখনই সামান্য নয়।

১ম ঘাতক। ঠাকুর, সকলই জানি, পোড়া পেটের দায়ে এই

পাপ কাজ করতে এসেছি। রাজ-আজ্ঞা অবহেলা ক'রে, শেষে কি প্রাণ হারাব ?

বিনোদ। বৃথা মায়া ;—

প্রস্তর বাঁধিয়া গলে নামিলে সলিলে
নিশ্চয় মরণ তা'র ;
হীন আমি,
হেন সুধা আকিঞ্চন কি হেতু আমার ?
কর্ম্মফল উপযুক্ত মম।
মাগো মহিষমর্দ্দিনী, স্বয়ম্ভূমোহিনী,
কিঙ্করেরে রেখ মা চরণে।
করহ উৎসর্গ প্রভু, বৃথা মায়া আর।

পুরো। (মন্ত্রপাঠ ও কপালে সিন্দূর প্রদান।) বৎস! আমি রাজ-আজ্ঞাবাহী, আমার অপরাধ গ্রহণ ক'রো না।

বিনোদ। অদৃষ্টের দোষে প্রভু হেন মৃত্যু মম,
অপরে কি হেতু তাহে হবে অপরাধী ?
কিন্তু হায়, পিতা মাতা মম,—

(বেগে মালা ও সখীগণের প্রবেশ।)

মালা। কোথা কোথা হৃদয়ের নিধি ?
বধুক আমারে, যেবা বধিল তাঁহারে,
এত দিন মহাবহ্নি, হৃদয়ের মাঝে—
সযতনে রেখেছি গোপনে ;
কাল পূর্ণ, আর লাজে বাধে কিবা ?
বধ মোরে, পতি সহ করিব গমন।

বিনোদ। আর কেন কাঁদাও সুন্দরী ?

চন্দ্র-সুধা তুমি ধরাতলে,
আমিরে বায়স হীন,
এ সুধার কিসে হব অধিকারী ?
যাও বালা, আর নাহি বার মোরে ;
হের, মহিষমর্দ্দিনী আহ্বানেন মোরে মৃদু হাসি,
আর না—আর না,—
ওরে মায়া-জাল আর না বিস্তার কর।

মালা। আমি অভাগিনী, শ্রীচরণ প্রয়াসী তোমার,
কেন মোরে কর নিবারণ ?
ভেবে দেখ মনে,
বাক্যালাপ তোমা সনে হয় নাই কভু,
পোড়া আঁখি দেখেছে তোমায়,
সেই হ'তে চঞ্চল হৃদয়, আঁকিয়াছে ও মোহন ঠাম ;
কিন্তু এতদিন, হৃদিমাঝে প্রাণের বেদনা,
সযতনে রেখেছি গোপনে,
কিন্তু হায়, দেখি এবে,
হবে না মিলন, এ জীবনে,
চল তবে, হেন অবিচারে আর না রহিব প্রভু,
চল, যথা জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে,—
বিরাজেন পরম বিচারকর্ত্রী জগতজননী।
কোথায় ঘাতক !
এস, হান তীক্ষ্ণ অসি তব আমার মস্তকে,
সতী যাবে পতির সেথায়,
কেহ না নিবার তারে।

পুরো। এ আবার কি বিভ্রাট ? (সখিগণের প্রতি) ওগো, ওঁকে একটু সরিয়ে নিয়ে যাও না।

মালা। স্রোতস্বিনী ধায় যবে সাগর উদ্দেশে,
পার কি বারিতে স্রোত হস্ত রাখি জলে ?
মম হৃদয়ের বেগ কি বুঝিবে তুমি দ্বিজবর ?
যদি অবলা বলিয়ে, হয় হৃদে দয়ার সঞ্চার,
দেহ মম হৃদয়ের নিধি ;
তাঁর সাথে চলে যাব দূর দেশে,
যথা কভু নাহি পশে নর কোলাহল।
তুমি পিতা মম, যাচে দুহিতা তোমার ;
দেহ দান, অবিচার না কর ধীমান।

পুরো। দেবি ! রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করি কিরূপে ?

মালা। শুন, আমি নৃপতির একমাত্র সুতা,
তাঁর অসাক্ষাতে, আজ্ঞা মম অবশ্য পালিবে,
আদেশ আমার,—দেহ ছাড়ি বন্দীরে এখনি,
নহে মম রোষানলে না পাবে নিস্তার।
জাননা কি, নারীজাতি শক্তি-স্বরূপিণী,
শক্তি-অংশে নারীর জনম ?
হের রুষিল সিংহিনী,
ব্রহ্মবধে নাহি মম ভয়,
কার সাধ্য বারিবে আমায় !

(জনৈক প্রহরীর হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লওন।)

পুরো। (স্বগত) ও বাবা ! ছুঁড়ী যে রণচণ্ডী হ'ল দেখতে পাই, পালাই কোথা দিয়ে।

(রূপেন্দ্রের প্রবেশ।)

রূপেন্দ্র। একি! এখনও জীবিত? (ঘাতকগণের প্রতি) দুরাচারগণ! প্রাণের মমতা রাখ না? (মালাকে দেখিয়া) এ আবার কি?

মালা। কারে কহ দুরাচার, সচিব প্রধান?
যেই অকৃতজ্ঞ জীব স্বার্থসিদ্ধি হেতু—
নির্দ্দোষীর প্রাণ বধে মিথ্যা অপবাদে,
ধার্ম্মিক সুজন তুমি বল বুঝি তারে?
আরে হীনমতি দুরাচার,
সিংহ সনে কর বাদ শৃগাল হইয়া?
দেখি তোর কেমন কঠিন প্রাণ,
অসি ঘায় কত সুখ দেখ্‌রে পামর।
(অসি লইয়া মারিতে উদ্যত।)

সখিগণ। ওমা ওকি! ওমা ওকি! (মালাকে ধারণ।)

রূপেন্দ্র। ও বাবা, এ আবার কি বিভ্রাট। পালাব নাকি?

বিনোদ। কে তুমি সুন্দরী ব্যাকুলা এ অভাগার তরে?
উচ্চ গতি হইবে আমার,
যদি ভালবাস, কেন তবে হও প্রতিবাদী?
হের মায়ের বাসনা সন্তানের রক্ত পানে,
মা আমার জগতজননী,—
তুমি সামান্যা মানবী,
কিবা সাধ্য তাঁর ইচ্ছা কর ব্যতিক্রম?
নিজ কর্ম্ম ফলে,
বিদেশে বিপাকে আমি হারাই জীবন,

অন্যে তাহে কেন হবে দোষী ?
যাক প্রাণ ক্ষতি নাহি তায়,
কিন্তু হায়! ভাবি মনে, বুঝি বাঁচিলে জীবনে,
হইতাম সুখী ভদ্রে, ভালবেসে তোমা।
কি কাজ সে দুরাশায় ?
এস হে ঘাতক, এ দু'খের কর অবসান।

মালা। আজ্ঞা মম, না আস নিকটে,
এস, যদি অগ্রে পার বধিতে আমায়।
নহে রহ দূরে,—
মিথ্যা কেন হারাবে জীবন।

ঘাতক। দেবী, আমরা রাজদাস, আপনার আজ্ঞাও লঙ্ঘন ক'রতে পারি না, রাজ-আজ্ঞাও লঙ্ঘন করতে পারি না; এ যে আমাদের উভয়-সঙ্কট হ'ল।

রূপেন্দ্র। সখিগণ! তোমরা রাজকুমারীকে ধর, রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘণ হবার নয়।

মালা। কেহ নাহি আস মম পাশে, থাকে যদি প্রাণের মমতা,
বিদেশী, রক্ষিত আহা, রাজার আশ্রয়ে,
দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা না করি বিচার,
বধিতে জীবন তা'র কহিলা ঘাতকে;
এই কি রাজার ধর্ম্ম ? এই কি বিচার ?
আমি ক্ষত্রিয় নন্দিনী,—
স্বামী তরে এ ছার জীবন,
অম্লান-বদনে পারি দিতে বিসর্জ্জন।
বধ মোরে, সাধ্য যদি থাকে,

নহে হীন প্রাণ ল'য়ে,

জম্বুকের প্রায়, যাও সবে নিজ নিজ স্থানে।

রূপেন্দ্র। (সখিগণের প্রতি) তোমরা কি করছ গা? যাও না, ধর না, না হ'লে সকলের প্রাণ যাবে যে?

(সখিগণের পশ্চাদ্দিক হইতে মালার অসি কাড়িয়া লওন ও মালাকে ধারণ।)

মালা। কোথা কোথা জগত-জননী!

রক্ষ মাগো, প্রাণেশে আমার;

দক্ষালয়ে পতি তরে ত্যজিলি জীবন,

দেখ্ মা, তনয়া তোর কাঁদে পতি তরে,

রক্ষা কর মহিষমর্দ্দিনী।

বিনোদ। বসুমতি! জনমের মত দাস মাগিছে বিদায়;—

ওরে হৃদি, মায়ায় না দেহ আর স্থান;

শস্য-শ্যামা-ধরা আর নাহি নেহারিবে আঁখি।

পিতা; মাতা, লীলা, বন্ধু, আর ধরাবাসী,

বিদাও আমারে সবে।

(ঘাতকগণের বিনোদকে ধরিয়া হাড়কাঠে রক্ষা করণ।)

মালা। মাগো কলুষ-নাশিনী,

এই কি মা ছিল তোর মনে? (মূর্চ্ছা)

সখিগণ। ওমা একি! ওমা একি! (মালার সুশ্রূষা করণ)

ঘাতক। (খড়্গা তুলিয়া) জয় মা,—

নেপথ্যে-বিক্রম। ক্ষান্ত দেহ, ক্ষান্ত দেহ বলিদানে।

ঘাতক। (খড়্গা নামাইয়া) মহারাজ আসছেন, বলি দিতে বারণ ক'রছেন।

(বেগে বিক্রমকেতুর প্রবেশ।)

বিক্রম। নির্দ্দোষী এ রাজার কুমার,
মুক্তি দেহ, সমাদরে ল'য়ে এস সভাতলে।
(ঘাতকগণের বিনোদকে মুক্ত করণ।)
একে! মন্ত্রী? বন্দী কর পাপিষ্ঠ মন্ত্রীরে।

রূপেন্দ্র। আমি, আমি,—এঁ্যা এঁ্যা—আমি না—আমি না—

বিক্রম। একে—মালা?

মালা। (চেতনা পাইয়া) পিতা! পিতা!
বধিয়াছে যুবকের প্রাণ,
দেহ আজ্ঞা বধিতে আমায়।

বিক্রম। মুক্ত যুবা হের মা আমার;
এস সবে সভাতলে।

[রাজা, রূপেন্দ্র, বিনোদ, ও ঘাতকগণের প্রস্থান।

সখিগণ।— গীত।

গগণে চাঁদ উঠেছে, মলিন কেন কুমুদিনী।
হেরলো নয়ন মেলে, মিছে বয়ে যায় যামিনী॥
আয় লো আয় তুলে তারা, গাঁথি হার উজল পারা,
চাঁদের গলে তারার হারে কি শোভা হয় আমোদিনী॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

বিক্রমকেতু, হেমগিরি, বিজয় সিংহ, বিনোদ, লহর, লীলা,
মালা, রূপেন্দ্র, প্রবোধ, খেলারাম, সভাগণ ইত্যাদি।

বিক্রম। হের ধর্ম্মবলে, মুক্ত আজি ধার্ম্মিক সুজন,
পাপিষ্ঠের পাপখেলা হইল প্রকাশ।
(বিনোদের প্রতি) বৎস, নিজ গুণে কর মোরে ক্ষমা;
কুটিলের পাপচক্রে হইয়া মোহিত,
বহু ক্লেশ দিনু তোমা' হেন গুণধরে;—
নিজ গুণে ভুলে যাও সে সকল।

বিনোদ। মহারাজ, নিজ কর্ম্মফলে পাইনু এতেক কষ্ট,
লজ্জা কেন দেহ মহাশয়?
দাস তব আমি নরনাথ!

বিক্রম। বৎস! বল যাহা নিজ গুণে।
(বিজয়ের প্রতি) মহারাজ!
মম অবিচারে বহু ক্লেশ পাইল তনয় তব;
ক্ষমা কি করিবে এ অধমে?

বিজয়। মহারাজ! বিস্মৃত কি পূর্ব্বকথা?
অকৃত্রিম বন্ধু মোরা দোঁহে,
পুত্র মম তনয় অধিক তব;
তবে মোরে কেন এ মিনতি?

বিক্রম। (লহরের প্রতি) পাপিষ্ঠের পাপচক্রে পড়ি,
বংশের দুলাল মম অভাগার নিধি,

পেয়েছ অশেষ কষ্ট,
এস বৎস, দেহ আলিঙ্গন।

লহর। পিতৃতুল্য পিতৃব্য আমার
দেহ তাত পদধূলি। (পদধূলি গ্রহণ)

বিক্রম। (হেমগিরির প্রতি) দেব! হীন আমি,
নাহি জানি, কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব।
তব কৃপাবলে দাস পাইল সকলি;
পুত্রাধিক লহর আমার,
রোগমুক্ত তোমার কৃপায়;
কহ প্রভু, কি দিয়ে শুধিব তব ধার?

হেম। করি আশীর্ব্বাদ রহ বৎস মনসুখে,
এক ভিক্ষা দেহ এ যোগীরে,
বাসনা আমার, আজি শুভদিনে,—
বিবাহ বন্ধনে বাঁধ লহর লীলায়
বিনোদের সহ, দেহ রাজা মালার বিবাহ।

বিক্রম। নাহি জানি হৃদিবেগ কেমনে জানাব,
হেন সম্মিলন আমারই বাঞ্ছিত যোগীবর;
ভিক্ষা তব নহে প্রভু শুভ আশীর্ব্বাদ।
(বিজয়ের প্রতি) বহু মনকষ্ট তোমা দিলাম রাজন্,
নিজগুণে ক্ষমিলে সকলই,
প্রায়শ্চিত্ত ত'ার কভু মোরে না সম্ভবে;
মালা মোর হৃদয়ের নিধি,
লহ রাজা নিজগুণে।

বিজয়। মহারাজ! অতুল সৌজন্য তব,

(বিনোদের প্রতি) লহ বৎস রাজার এ অমূল্য রতন।
এস কুললক্ষ্মী মা আমার।
মহারাজ! আমি রাজা,
ক্ষত্রকুলে জনম আমার,
দান ল'য়ে তব পাশে যদি নাহি শুধি,
যোগ্য ব্যবহার তাহে না হবে আমার,
হের রাজা তনয়া আমার,
বিনিময়ে অর্পি আমি লহরের করে,
ঋণে মুক্তি মোরে দেহ মহাশয়।

বিক্রম। ধন্য রাজা ক্ষমা গুণ তব,
এস মা আমার,
লহ বৎস অমূল্য এ ধন।

খেলা। (স্বগত) এই শুভদিনে ইচ্ছা হচ্ছে, একবার প্রাণ-ভরে নাচি; পাগল বলে যদি ধরে? ভাল কথা! মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্রের সৎকারটা ত এখনও হ'ল না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ. ওদিকে আর এক জোড়া দাঁড়িয়ে আছে, যা হোক একটা হুকুম করবেন।

বিক্রম। (রূপেন্দ্রের প্রতি)—
বিশ্বাসঘাতক মূঢ়, বল্ কি সাহসে,
জ্বলন্ত পাবক মাঝে আসিলি পশিতে?
আরে হীন-মতি!
বিন্দুমাত্র নাহি কিরে ধর্ম্মভয়?
ভাল, পাবে প্রতিফল,
কে আছরে, লয়ে যাও দোঁহে ত্বরা কালীর মন্দিরে;—
পাপিষ্ঠের পাপ রক্ত, যাক তরি মার পদ ছুঁয়ে।

হেম। বৎস! বাক্য মম করহ শ্রবণ,
মৃত্যুদণ্ডে হেন পাপী কি শিক্ষা লভিবে?
ফুরাইবে জীবলীলা চক্ষুর পালটে;
জুড়াবে সকল জ্বালা;
কিন্তু পাপের কি শিক্ষা তাহে লভিবে মানব?
মম মতে হেন শাস্তি দেহ দুইজনে,
যাহে চিরদিন, তুষানলে দহে হৃদি।

বিক্রম। দেব! আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব;
যাও দোঁহে ল'য়ে, রাখ অন্ধ কারাগারে,—
বন্দী করি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে;
এ জনমে মানবের মুখ, কভু যেন নাহি দেখে আর।

প্রবোধ। ও বাবা, আমি কিছু জানি না; মহারাজ, আপনার পায়ে পড়ি রক্ষা করুন।

বিক্রম। যাও ত্বরা দোঁহে ল'য়ে;
পাপকর্ম্মে রত যবে ভাব নাই মনে,
পরিণাম ভীষণ তাহার?

[রূপেন্দ্র ও প্রবোধকে লইয়া রক্ষীগণের প্রস্থান।

বিক্রম। (বিজয়ের প্রতি)—
মহারাজ, দেহ ভার সেবার তোমার,
এস রাজা অন্তঃপুরে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! জননীর কৃপায় রাজ্য জয় হয়েছে। মন্ত্রী ম'শয় আর সেনাপতি ম'শয় এখন বড় ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম ক'রে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

বিজয়। লহ এ অঙ্গুরী,
পাবে আরও পুরস্কার,
এ শুভ সংবাদে,—
দেহে মম হ'ল নব জীবন সঞ্চার।

বিক্রম। (দূতের প্রতি) লহ রত্নহার,
এ সুখ সংবাদে,—
নাচুক রাজত্ব মম মহা মহোৎসবে;
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগরী,
বাজুক আনন্দ বাদ্য হাসুক ধরণী।
এস রাজা যাই অন্তঃপুরে।

[লহর, লীলা, বিনোদ, মালা ও সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সখিগণ।— গীত।

মিটিল আশার আশা, ফুটলো হাসি চাঁদবদনে।
গেল দূরে দু'খের ছায়া, প্রেমের তুফান বইল প্রাণে॥
দেখলো সখি নয়ন কোণে ছুটছে ফুলবান,
হৃদয় হতে উঠছে মধুর প্রণয়ের তুফান,
হাসি আর ধরে না প্রাণে, উঠছে লো সই অধর পানে॥
আয়লো সখি কুসুম তুলে গাঁথি যতনে,
লয়ে সই বিনোদ মালা, বাঁধিবে প্রাণে,
প্রেম লহরীর মধুর লীলা, দেখলো সখি ভরি প্রাণে॥

যবনিকা